শ্রীশ্রীবুড়াশিব মাহাত্ম্য

তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরম্।
তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্॥
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ।
বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম॥

ভূমানন্দ
(৺কাশীধাম)

প্রকাশক—
শ্রীইন্দ্রমোহন চক্রবর্ত্তী বি. এ
বুড়াশিব, রমনা, ঢাকা।
সন ১৩৩০

উৎসর্গ পত্র

—(•)—

পূজ্যপাদ পরমহংস

শ্রীমৎস্বামী ব্রজানন্দ সরস্বতী

চরণারবিন্দে—

দেব

যে দিন দিয়েছ দরশন,
কৃতার্থ হয়েছে মন প্রাণ ;
যত কিছু সাধনা, প্রার্থনা,
সে দিন হয়েছে অবসান।
যে আশায় যে ভাব তরঙ্গে,
আনন্দৈশ্য মহতের পানে,
চাহিয়া করেছি এতদিন
এ রচনা যে চরণ ধ্যানে।

সে অচিন্ত্য অব্যক্ত স্বরূপে,
দেখিয়াছি তোমা বিদ্যমান ;
মহাজ্ঞানে পবিত্রিতে ধরা
হে শ্রীগুরো ! তব অধিষ্ঠান ।

কল্পতরো ! যে চরণ ছায়,
পূর্ণ সর্ব্ব অভীষ্ট আমার,
এ "রচনা" সে পদ পঙ্কজে
অর্পিলাম, ভক্তি উপহার ।

৺কাশীধাম

শরণাগত—
ভূমানন্দ

ওঁ পরমাত্মনে নমঃ

অবতরণিকা

সর্ব্বতত্ত্ববিদ্ পরম দয়াল জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য্যদেব শুভ্র জ্ঞানালোকে দিগ্‌মণ্ডল উদ্ভাসিত করতঃ জীবোদ্ধার, কল্পে বৃদ্ধ গঙ্গাতীরে উপনীত হইয়া সর্ব্বর্ত্তু কুসুমাকীর্ণ বিহঙ্গকূজিত মধুপ-গুঞ্জিত পবিত্র রমণীয় রমনাক্ষেত্রে ৺বাবা বুড়াশিব নামে অনাদি মহালিঙ্গের উদ্ধার সাধন করিয়া দশনামী সন্ন্যাসী মঠ প্রতিষ্ঠা করতঃ বেদ বেদান্ত বিজ্ঞান যোগ সাধনের যে আনন্দ প্রবাহ ছুটাইয়া রাখিয়াছেন তাহাতে ডুব দিয়া ভক্তজনগণের প্রতিনিয়ত ত্রিতাপশান্তি হইতেছে।

৺বাবা বুড়াশিব জাগ্রত বিগ্রহ। ইঁহার অপার মহিমা। ইঁহাকে গঙ্গাজলে স্নান করাইয়া ফল পুষ্প বিল্বদল ভোগ নৈবেদ্যাদি দ্বারা যথাশক্তি অর্চ্চনা করতঃ স্তুতি করিলে লোকে সর্ব্বকাম সিদ্ধ হইয়া থাকে।

'আলয়ঃ সর্ব্বদেবানাং লয়নাল্লিঙ্গমুচ্যতে'—সর্ব্বকারণ দেবাদিদেব মহাদেবের এই স্বয়ম্ভূ মহালিঙ্গে সর্ব্বশক্তি লীন আছেন, কাজেই বিশুদ্ধচিত্তে যে যে কামনা নিয়া উপস্থিত হয় বা হত্যা দেয় তাহার সেই কামনাই পূর্ণ হইয়া থাকে। বাবার ত্রিশূল নিম্নে অনেকে মানসিক কেশ নখাদি নিক্ষেপ করিয়া থাকেন। স্থানীয় কিম্বদন্তী, কোন কালে বাবার পরীক্ষার্থ একবার লিঙ্গমূলে গর্ত্ত করিয়া নানাবিধ চেষ্টা সত্ত্বেও তল পাওয়া যায় নাই। বস্তুতঃ ইনি যে সপ্ততল ভেদ করিয়া উঠিয়াছেন তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

স্মরণাতীত কাল হইতে প্রকৃতির লীলাস্থল এই পুণ্যক্ষেত্র ত্যাগী মহাপুরুষদের পদধূলিতে পুত হইয়াছে। সম্মুখস্থিত শিবগঙ্গায় অবগাহন করিয়া হিংসাদ্বেষ বিরহিত বিশুদ্ধ ভক্তিচিত্তে এই ধূলায় গড়াগড়ি দিলে আবদ্যান্ধকার বিদূরিত হইয়া যায় ও সংসার যাতনা হইতে বিমুক্ত হইয়া হৃদয় ও প্রাণ প্রেম পুলকে আপ্লুত হয়। বিশাল অশ্বত্থ বৃক্ষতলে ত্রিযুগের ধুনি অবস্থিত, ধুনিভস্ম অঙ্গে লেপিলে সর্বরোগ হইতে মুক্তিলাভ হয়। ১৩২৬ সালের ভীষণ ঝড়ে বৃক্ষ পতিত হওয়ায় ধুনি আবরণশূন্য হইয়াছে।

আনন্দমূর্ত্তি যোগবলে বলীয়ান সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন বর্ত্তমান জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ দ্বন্দ্ব দ্বেষাদি বিরহিত হইয়া 'শিবোহম্' ধ্বনিতে এই পুণ্যধাম মুখরিত করতঃ সংসারক্লেশদগ্ধ দিগ্দেশান্তরাগত নরনারী আবালবৃদ্ধবণিতার শান্তিধারা সিঞ্চন করিয়া থাকেন। 'আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়';—অচল অটল রহিয়া নিজের কোনও প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও শুধু লোক হিতার্থ জগতে সত্য প্রতিষ্ঠা করিয়া শান্তি স্থাপন মানসে সর্বসাধারণের এই পুণ্য ধামটি রক্ষা করতঃ অমানুষিক তিতিক্ষাবলম্বনে ভগবদবতারের পন্থা অনুসরণ করিয়া আসিতেছেন।

ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ॥

ক্ষুদ্র হৃদয়দৌর্বল্য দূর করিয়া শমদমাবলম্বনে একবার ৺বাবার শরণ লউন, প্রাণে কি বিমল আনন্দের সঞ্চার হয় স্বয়ং

আস্বাদন করুন, সম্মুখে পথ পরিষ্কার দর্শন হইবে, পুণ্যভূমির এমনই শক্তি যে স্বতঃই সর্বনিয়ন্তা পরম কারুনিক পরমেশ্বরের প্রতি পরাভক্তির উদ্রেক হইবে, সম্যক আত্মসমর্পণের তুল্য সাধন আর কিছুই নাই, সন্তোষের তুল্য যোগ নাই, অহিংসা সদৃশ ধর্ম্ম নাই এবং সংশয়ের ন্যায় শত্রু নাই।

সর্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মাশুচঃ॥
আহার নিদ্রা ভয় মৈথুনাদি সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাম্
ধর্ম্মোস্তু এষামধিকো বিশেষো ধর্ম্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ॥

শিবরাত্রি উপলক্ষে ও বৎসরের প্রথম দিবস এই স্থানে মেলা ও আনন্দোৎসব হইয়া থাকে এবং বৎসর ব্যাপিয়া যাত্রিগণ যথাশক্তি উপচারাদি অর্পণ করিয়া থাকেন ও স্থানীয় ভক্তগণ বাবাকে প্রাণের সহিত শ্রদ্ধাভক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকেন। বাবার মহিমায় অনুপ্রাণিত হইয়া অশেষ গুণালঙ্কৃত বর্দ্ধমান মহারাজাধিরাজ মন্দির সুনির্ম্মাণ ও পথঘাটের সুব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। —ইতি

বুড়াশিব, রমনা
ঢাকা

বিনীত—
শ্রীইন্দ্রমোহন দেবশর্ম্মা

শ্রীশ্রীবুড়াশিব আরতিস্তুতি

জয় বাবা বুড়াশিব নিত্যনিরঞ্জন,
আদিদেব মহেশ্বর পতিত পাবন।
তোমারি ইচ্ছায় হয় সৃষ্টি স্থিতি লয়,
তুমি যে বিশ্বের কর্ত্তা সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়।
তুমি ত রয়েছ সব ভুবন ভরিয়া,
মায়াতে রেখেছ সবায় আচ্ছন্ন করিয়া।
তাই সবায় অহঙ্কারে আমি আমি করে,
প্রকৃতির কর্ম্মে যেয়ে বদ্ধ হয়ে পড়ে।
ঘুঁচাতে জীবের এই মায়ার বন্ধন,
বহু মত পথ তুমি করেছ সৃজন॥
তুমিই যে একমাত্র সর্ব মূলাধার,
তুমি বিনে ত্রিভুবনে কেহ নাহি আর।

———

সূচীপত্র

	বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
১।	শ্রীশ্রী গুরুর আরতি স্তুতি	১
২।	বাণী বন্দনা	৪
৩।	অথ ধ্যানম্	১১
৪।	প্রারম্ভ	১২
৫।	ভগবান শঙ্করাচার্য্যের তীর্থযাত্রা ও মহালিঙ্গ দর্শন	১২
৬।	শ্রীধাম বর্ণন	১৬
৭।	মহালিঙ্গ উদ্ধারণ	১৮
৮।	দেবী স্তুতি	২২
৯।	বরদান ও আদেশ	২৪
১০।	সাধন ও সিদ্ধি	২৬
১১।	দশনামী আশ্রম প্রতিষ্ঠা	৩৩
১২।	সন্ন্যাসী মাহাত্ম্য	৩৪
১৩।	শিবলোক বর্ণন	৩৬
১৪।	শিব মহিমা	৩৭
১৫।	শিবরূপ বর্ণন	৩৯
১৬।	ব্রহ্মাদির বিচার ও মীমাংসা	৪১
১৭।	আত্মপূজা	৪৫
১৮।	বিশ্বপ্রকৃতি কর্ত্তৃক বিশ্বনাথের পূজা	৪৮
১৯।	আশ্রমের লক্ষ্য	৫০
২০।	দীনের পূজা ও প্রার্থনা	৫২

	বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
২১।	শিবরাত্রি	৫৪
২২।	শিবরাত্রি উৎসব	৫৪
২৩।	ভক্তের ভগবান	৫৮
২৪।	বর্ত্তমান মহাপুরুষের ভগবদ্দর্শন ও সান্ত্বনা	
২৫।	৺ত্রিপুরানন্দ স্বামীজির সমাধি	৬১
২৬।	মহাপুরুষ চিন্তামগ্ন	৬৫
২৭।	চিন্তা করিতে করিতে যুগলমূর্ত্তি দর্শন	৬৭
২৮।	মহাপুরুষের আত্মানন্দ	৬৯
২৯।	১৩২৬ সালের ভীষণ ঝড়	৭১
৩০।	বর্দ্ধমান মহারাজাধিরাজ কর্ত্তৃক মন্দির পুনর্নির্মাণ	৭৪
৩১।	সর্ব্ব মানস সিদ্ধি	৭৫
৩২।	যতোধর্ম্মস্ততোজয়ঃ	৭৭
৩৩।	প্রার্থনা	৭৮
৩৪।	নাম সত্য	৮০
৩৫।	সত্যগুরু স্তুতি	৮২
৩৬।	উপসংহার	৮২

শ্রীশ্রী গুরুর আরতিস্তুতি

জয় ব্রজানন্দ হরে,
হরে ব্রজানন্দ হরে,
ভব সাগর সে তার স্বামী পূরণ অবতারে,
জয় ব্রজানন্দ হরে ;
হরে ব্রজানন্দ হরে। ১ ।

সত চিত আনন্দ তুমহো, অজর অমর সারে
অচল অটল নিরগুণ কষ্ট হরণ হারে
জয় ব্রজানন্দ হরে,
হরে ব্রজানন্দ হরে। ২ ।

অখণ্ড ঘট ঘট বাসী, কহতে বেদ চারে,
জগমে তুম, তুম মে জগ, ফির জগসে ন্যারে,
জয় ব্রজানন্দ হরে,
হরে ব্রজানন্দ হরে। ৩ ।

নিত্য নিরবন্ধন অসঙ্গ অবিকারে,
অলক্ষ্য নিরঞ্জন শিবহো ব্যাপক তুমসারে,
জয় ব্রজানন্দ হরে,
হরে ব্রজানন্দ হরে।

নিত্য তৃপ্ত কৃত কৃত্য হো রাগ দ্বেষ জারে,
শরণাগত পতিতনকো ব্রহ্মলোক ভারে,

জয় ব্রজানন্দ হরে,
হরে ব্রজানন্দ হরে। ৫ ।

অধিষ্ঠান হো সবকে তুম্ অপরম পারে,
সৌখ্য স্বরূপ প্রকাশক পাণী থলতারে,

জয় ব্রজানন্দ হরে,
হরে ব্রজানন্দ হরে। ৬ ।

জিজ্ঞাসু ভকতনকে কাম ক্রোধ মারে,
লোভ মোহ মদ মৎসর ছল বল সবগারে,

জয় ব্রজানন্দ হরে,
হরে ব্রজানন্দ হরে। ৭ ।

স্বতন্ত্র হো অবিনাশী জনম মরণ তারে,
ভক্ত মুক্তকে কারণ বহুৎ রূপ ধারে,

জয় ব্রজানন্দ হরে,
হরে ব্রজানন্দ হরে। ৮ ।

ভক্ত মুক্ত যো চাহে ধ্যান ধরে সারে,
দৃঢ় বিশ্বাস কিয়ো যিন সর্ব ক্লেশ টারে,

জয় ব্রজানন্দ হরে,
হরে ব্রজানন্দ হরে। ৯ ।

আওয়া গমন ভয়ানক হ্যায় ভুজঙ্গাকারে,
লাভ ভ্রমর মে ঘুমে কর খেওয়া পারে,
জয় ব্রজানন্দ হরে,
হরে ব্রজানন্দ হরে। ১০।

মহানিশামে আরতি নিশ্চয় করিগারে,
আত্মানন্দ নিরন্তর নির্ভয় পদ পারে,
জয় ব্রজানন্দ হরে,
হরে ব্রজানন্দ হরে। ১১।

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

বাণী-বন্দনা

খুলে দেমা, তোর মহাজ্ঞানের ভাণ্ডার
শুষ্ক কণ্ঠ পিপাসায়,
ছুটিয়া এসেছি হায়,
শুনিয়া তোমার কাছে, শান্তি পারাবার,
অজ্ঞান তিমিরে ঘোর
দৃষ্টিহীন আঁখি মোর
আবরি রেখেছে চিত্ত, অবিদ্যা আঁধার।

বিদ্যা মহাবিদ্যা তুমি, জ্ঞান প্রদায়িনী।
উপনিষদের সার,
বিজ্ঞান মানিছে হার,
বেদান্ত পায় না অন্ত, অনন্তরূপিনী।
বিনাশি অজ্ঞান তম,
এস মা, হৃদয়ে মম,
খুলে দাও বিশ্ব গ্রন্থ সৃষ্টি প্রকাশিনী।

তোমার যে বিশ্বগ্রন্থ, অনন্ত অপার,
অধ্যায়ে অধ্যায়ে তার,
পূর্ণ জ্ঞান রত্নাধার,
পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে লেখা, সত্য সার।
যে জ্ঞান লভিলে ভবে,
জ্ঞাতব্য কিছু না রবে,
সেই মহাজ্ঞানে গ্রন্থ পূরিত তোমার।

সে অতুল মহাগ্রন্থ যাহারে পড়াও।
বিজ্ঞানে না জানে যাহা,
তাহারে শিখাও তাহা,
দর্শনে দেখেনি যাহা তাহাই দেখাও।
মূঢ় আমি, দেহভক্তি,
অন্ধে দিয়া দৃষ্টিশক্তি,
সে মহাগ্রন্থের তব পৃষ্ঠা খুলে দাও।

এতদিন বৃথা হায়, কাটিল আমার,
ভ্রান্ত চিত্ত মোহ মত্ত,
বুঝেনাকো কোন তত্ত্ব,
অনন্ত সে শাস্ত্র সিন্ধু, জ্ঞান রত্নাধার।
তুমি না বুঝায়ে দিলে,
সে দর্শন নাহি মিলে,
জ্ঞানের চরম যাহা, সর্ব্ব শাস্ত্র সার।

শ্রীশ্রীবুড়াশিব মাহাত্ম্য

নানাশাস্ত্রে নানামন্ত্রে হয়ে দিশাহারা ;
অশান্তি রবির করে,
যে জন পুড়িয়া মরে,
সে খোঁজে কোথায় তৃপ্তি বরষার ধারা।
তাই মাগো ! বড় আশে
এসেছি চরণ পাশে,
দেখা দে শরণ্যে শিবে, নিত্য নির্ব্বিকারা।

মা, তোমার এ বিরাট শিক্ষার আগারে,
তুমি মাত্র শিক্ষয়িত্রী,
সৃজন পালন কর্ত্রী,
সেই তাহা শিখিয়াছে, যা শিখাও যারে।
যাহার হৃদয়ে এসে,
দেখা দাও যেই বেশে,
সে ভাবে সে মন্ত্রে পূজে সেজন তোমারে।
এই মাত্র ভেদ দেখি, আর কিছু নয়,
জড় চেতনের সার,
বিশ্বময় একাকার,
সকল দেবতা তুমি সর্ব মন্ত্রময়।
কোটি কণ্ঠে সুললিত,
গাইছে বন্দনা গীত.
করিছে তোমারি পূজা পদার্থ নিচয়।

জল, স্থল, নদ, নদী, সাগর, ভূধর,
অনিল, অনল মাঝে,
তব মহা মন্ত্র রাজে,
উজলিছে ত্রিভুবনে একটি অক্ষর।
সেই মন্ত্র অভিনব,
যে জন শুনেছে তব,
সেই জানে বিশ্ব-ব্যাপ্ত একই ঈশ্বর।

চন্দ্র সূর্য্য গ্রহগণ, তারকা নিচয়,
সেই এক মহামন্ত্রে,
এক নীতি এক তন্ত্রে,
একটি অক্ষরে লেখা বিশ্ব সমুদয়।
সে একত্ব, যেই জানে,
ভেদাভেদ সে কি মানে?
পূর্ণ তার আত্মজ্ঞান সার্থকতা ময়।

পশু, পক্ষী, তরু, লতা, মানব অন্তরে,
ফলে ফুলে সেই দৃশ্য,
সে মন্ত্রে আকুল বিশ্ব,
ভ্রান্তনর, না বুঝিয়া বৃথা খুঁজে মরে।
যে জাতি যে ধর্ম্ম ধরে,
যে দেবে ভজনা করে,
তুমি সিদ্ধিদাত্রী আছ সবার ভিতরে।

বুঝিলাম এতদিনে, জননি ! আমার,
সেই মন্ত্র দিয়ে কানে,
সেই একত্ব দাও প্রাণে,
মন যেন আত্মভুলে তোমাতে মিশায়।
বিনাশি অজ্ঞান তমঃ !
এস মা ! হৃদয়ে মম,
প্রফুল্ল হউক প্রাণ তোমার কৃপায়।

ওমা,

সরস করিয়া রাখ বিশ্ব জগতের প্রাণ,
তাই বুঝি হল তব 'দেবী সরস্বতী' নাম।
রবির যে মহাদ্যুতি বিশ্ব করে আলোময়,
চাঁদের যে রসধারা অমৃত ছড়ায়ে রয়,
তোমারি সে আলোরাশি, তোমারি সে সুধাধারা
অগ্নি সোমাত্মিকা তুমি, সৃষ্টি, স্থিতি, তোমা দ্বারা।
বাক্যরূপা, বেদরূপা শব্দ ব্রহ্মময়ী রমে,
তোমার মহিমা হেরি, ত্রিলোক চরণে নমে।
আদি যুগ হতে মাগো ! যত ভাষা যত প্রাণ,
যাবতীয় ছন্দোবন্ধে, যত কবি গায় গান ;
ছয়রাগ ষড়ত্রিংশ রাগিণীর মূর্চ্ছনায়,
স্বরের যে মধুমাখা সুধাস্রোত বহে যায়,
তোমারই যে মহারূপ, পশু, পক্ষী, নর, নারী,
সবার হৃদয়ে আছ হয়ে শব্দরূপধারী।

বুঝিলাম এতদিনে, জননি ! আমার,
সেই মন্ত্র দিয়ে কানে,
সেই একত্ব দাও প্রাণে,
মন যেন আত্মভুলে তোমাতে মিশায়।
বিনাশি অজ্ঞান তমঃ !
এস মা ! হৃদয়ে মম,
প্রফুল্ল হউক প্রাণ তোমার কৃপায়।

ওমা,

সরস করিয়া রাখ বিশ্ব জগতের প্রাণ,
তাই বুঝি হল তব 'দেবী সরস্বতী' নাম।
রবির যে মহাদ্যুতি বিশ্ব করে আলোময়,
চাঁদের যে রসধারা অমৃত ছড়ায়ে রয়,
তোমারি সে আলোরাশি, তোমারি সে সুধাধারা
অগ্নি সোমাত্মিকা তুমি, সৃষ্টি, স্থিতি, তোমা দ্বারা।
বাক্যরূপা, বেদরূপা শব্দ ব্রহ্মময়ী রমে,
তোমার মহিমা হেরি, ত্রিলোক চরণে নমে।
আদি যুগ হতে মাগো ! যত ভাষা যত প্রাণ,
যাবতীয় ছন্দোবন্ধে, যত কবি গায় গান ;
ছয়রাগ ষড়ত্রিংশ রাগিণীর মূর্চ্ছনায়,
স্বরের যে মধুমাখা সুধাস্রোত বহে যায়,
তোমারই যে মহারূপ, পশু, পক্ষী, নর, নারী,
সবার হৃদয়ে আছ হয়ে শব্দরূপধারী।

এ সৌর জগত তাই, হইয়াছে কি মহান ॥
'সাবিত্রী' 'গায়ত্রী' তাই প্রাণারাম মহানাম ।
ত্রিসন্ধ্যায় তোর এই মহারূপ করি ধ্যান,
জপি সেই নাম ওমা, যায় যেন এই প্রাণ ॥

অথ ধ্যানম্ ।

তব নিঃশ্বসিতং বেদাস্তব স্বেদোঽখিলং জগৎ ।
বিশ্বভূতানি তে পাদো শীর্ষ্ণো দ্যৌঃ সমবর্ত্তত ।
নাভ্যা আসীদন্তরীক্ষং লোমানি চ বনস্পতিঃ ।
চন্দ্রমা মনসো জাতশ্চক্ষোঃ সূর্য্যস্তব প্রভো ।
ত্বমেব সর্ব্বং ত্বয়ি দেব সর্ব্বং স্তুতি-স্তোতা-স্তব্য
ইহ ত্বমেব । ঈশ ! ত্বয়াবাস্যমিদংহি সর্ব্বং,
নমোঽস্তু ভূয়োপি নমো নমস্তে ॥

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

প্রারম্ভ

নমো নমো গণপতি সর্বসিদ্ধি দাতা।
গায়ত্রী সাবিত্রী সরস্বতী বেদমাতা ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর প্রণমি চরণে।
একত্রে বন্দিনু আমি যত দেবগণে ॥
শিবের মহিমা কিছু অপূর্ব কথন।
শ্রীগুরু প্রসাদে আজ করিব বর্ণন ॥

—— ০ ——

ভগবান শঙ্করাচার্যের তীর্থযাত্রা
ও
মহালিঙ্গ দর্শন

মদন মোহন রূপে তেজে অংশুমান।
মূর্ত্তিমান জ্ঞানে যার দেহ নিরমাণ ॥
সখারূপে আরাধিয়ে বেদান্ত বিজ্ঞান।
শঙ্কর আচার্য্যরূপী শিব ভগবান ॥
আগম পুরাণ বেদ করি অধ্যয়ন।
কালিকা পুরাণ শেষ করেন দর্শন ॥
অধ্যায়ে অশীতিতম দৃষ্টি অকস্মাৎ।
বৃদ্ধ গঙ্গাতীরে গঙ্গাধর বিশ্বনাথ ॥

অনন্তর অন্তরে সুদৃঢ় বিচারিয়া।
শিষ্যসহ চলিলেন কাশী তেয়াগিয়া॥
বিশ্বনাথ শিব আগে করি দরশন।
ব্রহ্মপুত্র স্নানে যাব হইল মনন॥
কাশী হতে বুড়ীগঙ্গা শতেক যোজন।
শিষ্য সহ পদব্রজে করেন গমন॥
কত শত নদ নদী হেরে অগণন।
কত গ্রাম কত ধাম হল দরশন॥
ব্রহ্মপুত্র নদ সীমা প্রান্তরের দেশে।
মাতা বুড়ীগঙ্গা নদী শাস্ত্রেতে প্রকাশে॥
সেই স্থানে মহামতি শিষ্যসহ গিয়া।
কোথা সেই বিশ্বনাথ ভাবেন বসিয়া॥
চারিধারে বনাকীর্ণ দেখি ভয়ঙ্কর।
দেবতা মন্দির নাহি কিম্বা নারীনর॥
ভাবিয়া আচার্য্য কন শিষ্যগণ প্রতি।
স্নান ক'রে ভিক্ষা মাঙ্গি আন শীঘ্রগতি॥
গুরুদেব আজ্ঞা শুনি শিষ্য সমুদয়।
শিরোধার্য্য গুরুবাক্য করিয়া নিশ্চয়॥
স্নান করি ফলমূল আনি বন হ'তে।
এরূপ বিচারী বসি ভাবিতেছে চিতে॥
ইতিমধ্যে বন হতে ব্রাহ্মণের বেশে।
বৃদ্ধদ্বিজ আসি' বলে আচার্য্য সকাশে॥

কেবা তুমি কি কারণে আসিলে হেথায়।
সত্বর করিয়া মোরে কহ পরিচয়॥
আচার্য্য বলেন আমি নামেতে শঙ্কর।
কাশীবাস করি আমি শুন দ্বিজবর॥
এ স্থানেতে বিশ্বনাথ করেন নিবাস।
অমোঘ বচন ইহা শাস্ত্রেতে প্রকাশ॥
না হেরি দেবতা স্থান না হেরি মানব।
ভাগ্যে বুঝি দরশন হল অসম্ভব॥
ইহা শুনি বৃদ্ধ কহে শুনহ বচন।
আজি মম গৃহে প্রভু কর আগমন॥
পত্নী সহ এই বনে করি আমি বাস।
কেহ নাই মম ঠাঁই এই মোর হতাশ॥
অতি বৃদ্ধা পত্নী মম অক্ষমা কর্ম্মেতে।
ক্ষুণ্ণমনা আছি আমি সেবা অভাবেতে॥
সেবার অভাবে আমি থাকি উপবাসী।
দেশের মানব কেহ জিজ্ঞাসে না আসি'॥
এ কারণে অতি দুঃখে আছি নিরন্তর।
চল এবে দয়া করি' তুমি মম ঘর॥
বহুকাল হ'তে তব করি অন্বেষণ।
খুঁজিয়া না পাই তোমা বিধির লিখন॥
কৃপা করি যদি মোরে দিলে দরশন।
আমারে উদ্ধার কর এ মোর বচন॥

তুমি বিনা কেবা মোরে করিবে উদ্ধার।
শঙ্কর রূপেতে তুমি এলে নরবর॥
এবে তুমি দয়া করি চল মম ঘরে।
আমি তোমা দেখাইব সে বিশ্বনাথেরে॥
ইহা শুনি মহামতি আচার্য্য শঙ্কর।
বৃদ্ধের সহিতে যান হইয়া সত্বর॥
কিছু দূরে গিয়া সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণেরে।
দৃষ্টির গোচরে আর কেহ নাহি হেরে॥
ইহা দেখি শিষ্যগণে বলেন শঙ্কর।
ওই বৃদ্ধ বুঝি সেই দেব পরাৎপর॥
এত বলি অগ্রসর হলেন শঙ্কর।
অশ্বত্থ নামেতে তথা এক বৃক্ষবর॥
দেখিয়া বিশ্রাম আশে হয়ে অগ্রগামী।
দেখিলেন লিঙ্গরূপে জগতের স্বামী॥
দর্শন করিয়া অতি হরষিত মন।
এই সেই বিশ্বনাথ দেব ত্রিলোচন॥
ভগবান বিশ্বনাথ কৃপা যে করিয়া।
ব্রাহ্মণ রূপেতে মোরে দরশন দিয়া॥
পথ দেখাইলে প্রভূ যথা নিজস্থান।
মানবের সাধ্য কিবা পাইতে সন্ধান॥
এত বলি শিষ্যগণে কহেন যতনে।
অবস্থিতি কর আজ শিব সন্নিধানে॥

মহালিঙ্গ বিশ্বনাথ উদ্ধার কারণ।
একাগ্র মনেতে আমি করিব যতন ॥

——

শ্রীধাম বর্ণন

দেখেন চাহিয়া, বনমধ্যে গিয়া,
চারিদিকে বৃক্ষবরে।
(অতি) বিশাল অশ্বত্থ বটবৃক্ষ সনে,
শাখায় শাখায় ঘেরে ॥
(কত) বকুল চম্পক, নাগেশ্বর রাজি,
কদম্ব শোভিছে তায়।
কাঞ্চনের ফুলে, শোভা করে বন,
কিবা মনোহর হায় ॥
তমাল পিয়াল, খর্জ্জুর রসাল,
তাল বৃক্ষ স্তরে স্তরে।
দেবদারু আম্র, পনস শ্রীফল,
চারিদিকে আছে ঘেরে ॥
(দেখ) মাধবী লতায়, শাখায় শাখায়,
শোভিছে আদর ভরে।
শিব অপরাধী, কেতকী কুসুম,
মনোদুঃখে আছে দূরে ॥

(ঐ) ডালে ডালে বসি পাপিয়া কোকিল,
ধরিয়া মধুর তান।
শিব শিব বলি, ডাকিতেছে তারা,
শুনিয়া জুড়ায় প্রাণ॥
(বৃক্ষ) ফল ফুল ভরা, নতশিরে তারা,
প্রভুর পূজন আশে।
(যেন) কার প্রতীক্ষায়, আছে দাঁড়াইয়া,
ঘেরিয়া চতুর পাশে॥
(ভীষণ) শ্বাপদ গণেতে, বেষ্টিত কান্তার,
গভীর গর্জ্জন রবে।
ধীরে ধীরে তারা, বেড়িয়া কানন,
প্রদক্ষিণ করে শিবে॥
এতেক দেখিয়া, আচার্য্য শঙ্কর,
না করিলা কোন ভয়।
(জয়) বিশ্বনাথ বলি, দুটি বাহু তুলি,
কৃপা কর দয়াময়॥
(দেখেন) রাশি রাশি কত গলিত পাতায়,
স্তূপাকারে শিব মাথে।
নানাবিধ কীট, খেলিতেছে তারা,
সঙ্গীরূপে শিব সাথে॥
দেখিয়া এ ভাব, বুক ফেটে যায়,
একি দেখি লীলাময়!
কি তব ছলনা, বুঝিতে পারিনা,
কর কৃপা দয়াময়॥

লয়ে, বিল্বদল, বুড়ীগঙ্গাজল,
ফল ফুল রাশি আনি ।
গন্ধ ধূপ দীপ, নানা উপচারে,
পূজিলেন শূলপাণি ॥

— ০ —

মহালিঙ্গ উদ্ধারণ

ধ্যান মগ্ন যোগাসনে বসি অতঃপর ।
তিন অহোরাত্র রহে আচার্য্য শঙ্কর ॥
রাত্রিশেষে মহাশব্দ উঠে সেই স্থানে ।
প্রলয়পয়োধি সম ভীষণ গর্জ্জনে ॥
সমুদ্র মন্থন কালে মন্দর পর্ব্বতে ।
উঠেছিল ভীম ধ্বনি ভয় দিয়ে চিতে ॥
সেরূপ এ মহাধ্বনি অতি ভয়ঙ্কর ।
শুনিয়া উদ্‌ভ্রান্তচিত্ত হইল শঙ্কর ॥
বুড়ীগঙ্গা জল প্রতি করে দৃষ্টিপাত ।
মহাতেজ আবির্ভূত দেখিলেন হঠাৎ ॥
সেই তেজ হেরে চিত্ত হল ব্যাকুলিত ।
অন্ধীভূত দিশাহারা থর থর চিত ॥

এত দেখি মোহপ্রাপ্ত হলেন শঙ্কর।
এ শাম্ভবী মায়া ইহা জানিয়া অন্তর॥
জানুদেশ ভূতলেতে পাতিত করিয়া।
একাগ্র মনেতে প্রভু নয়ন মুদিয়া॥
উচ্চৈঃস্বরে শম্ভুনাম করে উচ্চারণ।
স্তব শুনে তুষ্ট হন দেব পঞ্চানন॥
প্রপন্ন জনের বন্ধু দুঃখ অপহারী।
মম প্রতি কর দয়া ওহে ত্রিপুরারি॥
বিশ্বেশ্বর বিশ্ববন্দ্য ওহে গঙ্গাধর।
অনাথেরে কর কৃপা ওহে দিগম্বর॥
সংসারের ভীতি হ'তে কর পরিত্রাণ।
তোমা বিনা নাহি গতি করুণা নিদান॥
ভূমিস্থিত যত বৃক্ষ লতা সমুদয়।
প্রলয় কালেতে হয় তোমাতেই লয়॥
তেমতি জীবেরে প্রভু উৎপাদন করি।
সংহার করহ তুমি কালরূপ ধরি॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব আদি যত সিদ্ধগণ।
সুরাসুর নরনারী তোমারি সৃজন॥
গঙ্গা আদি তরঙ্গিণী সমুদ্র সকলে।
তোমাতেই করে স্থিতি ওহে চন্দ্রমৌলে॥
'আমিত্ব' না ছাড়ি জীব মায়ায় মোহিত।
ভ্রান্তিবশে যেইরূপ শুক্তিতে রজত॥

তব মায়া কে বুঝিবে ওহে ত্রিলোচন।
তোমারই মায়াবশে জগতী সৃজন॥
ক্ষম মম অপরাধ ওহে দয়াময়।
দীন হীন আমি অতি হও হে সদয়॥
ইত্যাদি অনেক স্তব করেন শঙ্কর।
তুষ্ট হইল আশুতোষ পরম ঈশ্বর॥
শিবপদে প্রণমিয়া প্রফুল্ল অন্তর।
ভাবে গদ গদ চিত্ত আচার্য্য শঙ্কর॥
কমল নয়ন দেব করি উন্মীলন।
শীতাংশু সমান তেজ হল দরশন॥
যতই করেন দৃষ্টি সেই তেজ পানে।
ভূষণে ভূষিত বৃষ হেরে সে নয়নে॥
সাগর মথনোৎপন্ন নবনীত প্রায়।
শুভ্র বৃষ দরশনে পুলকিত কায়॥
শুদ্ধ স্ফটিকের সম দেহ কান্তি যাঁর।
কোটি দিবাকর সম জ্যোতির আধার॥
কোটি চন্দ্র যিনি দেহ সুশীতল অতি।
ব্যাঘ্র চর্ম্ম পরিধায়ী সেই পশুপতি॥
সর্পরূপ উপবীত যুক্ত কলেবরে।
ভূষিত সে শিবতনু সর্ব্ব অলঙ্কারে॥
চপলা সদৃশ জটা পিঙ্গল আকারে।
নীলকণ্ঠ ব্যাঘ্রচর্ম্ম উত্তরীয় ধরে॥

নানাবিধায়ুধ দশকরে বিরাজিত।
ত্রিলোচন যুবাশ্রেষ্ঠ হেরিয়া মোহিত॥
সচ্চিদানন্দ মূরতি অতি মনোহর।
বৃষোপরি দরশন করেন শঙ্কর॥
সে বৃষের একদেশে পূর্ণচন্দ্রাননা।
নীলেন্দীবর লোচনা দেবী ত্রিনয়না॥
জগত জননী মাকে করি দরশন।
তুষ্ট অতি মহামতি আনন্দে মগন॥
বিন্ধ্য পর্ব্বতের সম উচ্চ কুচদ্বয়।
সেই ভারে অবনতা শোভে অতিশয়॥
তাঁহার অতীব সূক্ষ্ম মধ্য কটিদেশ।
রমণীয় আভরণ ধারিণী সুবেশ॥
দিব্য গন্ধে অনুলিপ্তা দিব্য মাল্যথরা।
দিব্য বস্ত্র পরিধানা অতি মনোহরা॥
মুখখানি সুশোভিত তাম্বুলের রাগে।
শিব অঙ্গে অঙ্গ ঢালি আলিঙ্গন মাগে॥
জগতের উপাদান স্বরূপে অরূপা।
সমস্ত সৌন্দর্য্যরাশি ধরে বিশ্বরূপা॥
ইহা দেখি আনন্দিত শঙ্কর সুমতি।
কৃতাঞ্জলি হয়ে ভক্তিভাবে করে স্তুতি॥

দেবী স্তুতি

১

প্রণমি চরণে মাগো অশুভনাশিনী,
বিশ্বরূপা ভবদারা শিব সীমন্তিনী ;
জগত ব্যাপিয়া মাতঃ হয়েছ সাকারা,
কে বর্ণিবে তত্ত্ব তব তুমি নিরাকারা,
পূজে ভক্ত অবিরত ও রাঙ্গা চরণ,
তনয়ে তার মা তারা প্রপন্ন এখন।

২

সদানন্দ স্বরূপিনী আনন্দ আকারা,
মহেশ যোগিনী মূর্ত্তি বৈরাগ্য বিভোরা।
জ্ঞানরূপে গতি দাও জগত জনেরে,
গায়ত্রী সাবিত্রী শক্তি নানারূপ ধ'রে।
তোমার স্বরূপ সদা চিত্তে ত্রিপুরারি,
জগত তারিণী তার কিঙ্কর তোমারি।

৩

ত্রিতাপ অনলে সদা দহিছে অন্তর,
ভবক্ষুধা পিপাসায় হয়েছি কাতর,
ভয়ে ভীত মোহে অন্ধ না দেখি উপায়,
চরণ সরোজে মাগো লয়েছি আশ্রয়,
অনাথ অকৃত দীন চরণ ভিখারী,
প্রণমি ও পদে মাগো তনয় তোমারি।

৪

মহারণ্য ভবকারা সংসার প্রান্তর,
ছয়জন রিপু তায় ফিরে নিরন্তর,
দারুণ সংগ্রাম কত্রে নারি মা রোধিতে,
নিস্তার কর মা তারা এ কর্ম্ম দুষ্কৃতে ;
একমাত্র গতি তুমি জগত তারিণী,
ত্রাণ কর এ বিপদে বিপদ বারিণি ॥

৫

অনন্ত অপার মাগো কামনা বারিধি,
ছুটিতেছে আশা বায়ু বেগে নিরবধি ।
কর্ম্ম ফেন পুঞ্জরাশি তাহে অগণন,
অনন্ত জনম মোহে কর গো সৃজন ।
বারিধি তরিতে তরি তোমার চরণ,
রাখ মা বিপদে পদে করি আকিঞ্চন ।

৬

লীলায় অসুর নাশি দেবের জননী,
প্রণমি চরণে চণ্ডি দানব দলনি ।
ধর মা অনন্ত শক্তি অনন্ত রূপেতে,
শঙ্কট নাশিনী নাম শঙ্কটে রক্ষিতে ।
নিস্তারি জগত জনে জগত জননী,
ত্রাহি মে শরণাগত কলুষনাশিনী ।

৭

স্বরূপে নাহিক মাগো দ্বৈত প্রবঞ্চনা,
মায়াতে ধর মা রূপ খেলিবারে নানা,
বিষ্ণু আরাধিতা মায়া যোগরূপা জানি,
অনন্ত অপরাজিতা অভয় দায়িনী,
তুমি ঈড়া পিঙ্গলা মা সুষুম্নারূপিনী,
দুঃখ হরা দুর্গা নাম ধরেছ আপনি।

৮

সত্য স্বরূপিনী আদ্যা শচী সরস্বতী
উমা ! ভীমা ! কালরাত্রী ! সতী অরুন্ধতী,
যোগৈশ্বর্য্য মোক্ষরূপা তুমি মা জননী,
নমি মা শ্রীপদে তব ত্রৈলোক্য তারিণী,
অজ্ঞান কামনাসুরে করগো বিনাশ,
জগত তারিণী তার বড় পাই ত্রাশ।

বরদান ও আদেশ

এইরূপে করে স্তব শঙ্কর সুমতি।
স্তবে তুষ্ট আশুতোষ তুষ্ট হৈমবতী॥
স্তব শুনি শূলপাণি কহেন বচন।
কি বাসনা আছে তব কহ তপোধন॥

তোমারে অদেয় বস্তু মাত্র কিছু নাই।
যা চাহিবে তাহা তুমি পাবে মম ঠাঁই॥
শঙ্কর বলেন অতি বিনম্র বচনে।
ইচ্ছা মম জাগে হৃদে তব প্রকাশনে॥
ত্র্যম্বক বলেন শুন পুরুষ রতন।
একাগ্র মনেতে এবে আমার বচন॥
বিশ্বনাথ শিবলিঙ্গ মানব মাঝারে।
এতদিন বনমাঝে ছিল অগোচরে॥
এবে তুমি এ মহিমা জগত মাঝারে॥
'বুড়াশিব' নামে খ্যাত করহ সত্বরে॥
'বৃদ্ধগঙ্গা' শক্তি মম আমি বৃদ্ধেশ্বর।
এরূপ প্রকাশ কর মানব ভিতর॥
হইবে বাসনা পূর্ণ পূজনে আমার।
'বুড়াশিব' নামে মোরে করহ প্রচার॥
রমণীয় স্থান বলি করি আমি বাস।
সময়ে রমনা নামে হইবে প্রকাশ॥
এই স্থানে যেই নরে সাধন করিবে।
সর্ব্বসিদ্ধি হবে তার বাসনা পূরিবে॥
আচার্য বলেন প্রভো ওহে দয়াময়।
অজ্ঞান জীবগণের কি হবে উপায়॥
বেদার্থ সম্পন্ন দ্বিজ সত্যবাদী হয়ে।
মনন না করে কেন সাধন বিষয়ে॥

কেহ বা সাধন করি আত্মাকে না জানে।
কেহ বা জানিয়া সব মিথ্যা বলি গণে!
এ বিষয়ে আছে মম সন্দেহ অন্তর।
সংশয় ছেদন কর ওহে দিগম্বর॥
ত্রিলোচন ইহা শুনি বলেন সাদরে।
ভক্তি বিনা কেবা মোরে লভিবারে পারে

সাধনা ও সিদ্ধি

দৈবগুণময়ী মম মায়া সুদুষ্করা।
দূরগম্যা দূরারাধ্যা অতি ভয়ঙ্করা॥
যাহারা আমাকে প্রাপ্ত হতে নাহি পারে।
পুনঃ পুনঃ সেই জীব ঘুরিবে সংসারে॥
এইরূপে বারম্বার নানা যোনি ঘুরি।
কোটি জন্মে চিত্তশুদ্ধি হইবে তাহারি॥
বহু জন্ম পূণ্যফলে মম ভক্তি হয়।
ভক্তিই মুক্তির হেতু জানিবে নিশ্চয়॥
আমাতে সুদৃঢ়া ভক্তি যাহার হইবে।
এ ভব সংসারে সেই পুনঃ না আসিবে॥
আমাতে অচলা ভক্তি হইবে যাহার।
তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ জন্য কি ভাবনা তার॥

শতকোটি জন্ম ভরি জ্ঞান নাহি যার !
মম ভক্তি বশে সেই পাইবে নিস্তার ॥
যাগযজ্ঞ ব্রত আদি যত কর্ম্ম হয়।
ভক্তি বিনা মুক্তি নাই জানিবে নিশ্চয় ॥
আত্মযোগ জ্ঞানযোগ যতেক সাধন।
ভক্তিই জানিবে সেই মুক্তির কারণ ॥
বিষণ্ণ হ'ওনা তুমি মম বাক্য শুন।
সকল নিদানে বন্ধু আমি ত্রিলোচন ॥
নিজেয় কর্ত্তৃত্ব ছাড়ি কর আত্মদান।
আত্মসমর্পণ তুল্য নাহিক বিধান ॥
এই হয় মম পরাভক্তির লক্ষণ।
অতঃপর আর মম নাহিক সাধন।
আচার্য্য বলেন প্রভো বড় সাথ মনে।
বিস্তার করিয়া কহ তোমার সাধনে ॥
কি তব প্রকৃত ভক্তি লক্ষণ কি তার।
কি কর্ম্ম করিলে জীব হয় ভবপার ॥
হে গিরিজাকান্ত মোরে কহ তা নিশ্চয়।
কি প্রকারে পরাভক্তি বিকশিত হয় ॥
পরম নির্ব্বৃত্তিলাভ কি করিয়া হয়।
দুরন্ত প্রবৃত্তিরাশি কিসে হয় ক্ষয় ॥
ভবেশ বলেন শুন ওহে তপোধন।
সকল কর্ম্মের সাক্ষী আমি ত্রিলোচন ॥

সকল করম ফল আমাতে সঁপিয়া।
সাধন করিবে জীব আমাকে স্মরিয়া॥
অধ্যয়ন যাগযজ্ঞ ক'রে নানা দান।
প্রিয়ভক্ত সেই মম শাস্ত্রের বিধান॥
অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণের আলয় হইতে।
অগ্নিহোত্র ভস্ম লয় বিশুদ্ধ মনেতে॥
ভস্ম দ্বারা অগ্নিরিতি মন্ত্র পাঠ করি।
বিলিপ্ত করিবে অঙ্গ আমাকেই স্মরি॥
সেই ভস্ম দ্বারা মোর অর্চ্চনা করিবে।
নানাবিধ মহাপাপ তাহারি খণ্ডিবে॥
রুদ্রাক্ষের মালা ধরে যেই ভক্তগণ।
সেরূপ প্রীতির ভক্ত নাহি কোন জন॥
পঞ্চাক্ষর মন্ত্র মোর জপ করে যেই।
প্রীতির ভাজন অতি প্রিয়ভক্ত সেই॥
ভস্মলিপ্ত ভস্মশায়ী হয় যেই নর।
রুদ্রাধ্যায় পাঠযোগ করে নিরন্তর॥
নিজ আত্মা হতে যেবা অভিন্ন ভাবেতে।
উপলব্ধি করে যেই বিশুদ্ধ মনেতে॥
তিনি এই জড় দেহে থাকি বিদ্যমান।
নিশ্চয় হইবে সেই আমার সমান॥
ঋগ্, যজুর্ব্বেদোক্ত যাহা রুদ্রসূক্ত মোর।
অথর্ব্ব শিব কৈবল্য ও শ্বেতাশ্বতর॥

উপনিষদ্ পাঠ করে অতি সযতনে।
অধ্যাস আমার করে সদা যেই জনে ॥
সেই মম পৃথিবীতে প্রীতির ভাজন।
সেই মম প্রিয় ভক্ত এ মোর বচন ॥
বৈদিকাগ্নি স্মার্ত্তাগ্নি যে শৈবাগ্নি উদ্ভুত।
বিভূতি প্রণব দ্বারা করি মন্ত্রপূত ॥
এরূপেতে মম পূজা করে যেই জন।
সেই নর হয় মোর প্রীতির ভাজন ॥
অগ্নিহোত্র অগ্নিভিন্ন অগ্নি সাধারণ।
যজ্ঞীয় অগ্নি বা অগ্নি গৃহের দাহন ॥
অথবা দাবাগ্নি ভস্ম মন্ত্রিত করিয়া।
যে ভক্ত ভূষিত সর্ব্ব গাত্রেতে মাখিয়া ॥
হয় যদি শূদ্র জাতি সেও মুক্তি পায়।
মম এই শিববাক্য জানিহ নিশ্চয় ॥
কুশ পুষ্প ধুস্তুরেতে আর বিল্বদলে।
বিশেষতঃ গিরিজাত পুষ্প যে সকলে ॥
প্রণবোচ্চারণ করি যে পূজে আমারে।
সেই মম ভক্ত হয় জগত মাঝারে ॥
প্রণবের তুল্য মন্ত্র নাহিক আমার।
কি আর বলিব বহু শুন গুণধর ॥
পত্র পুষ্প ফল মূল নানা উপচারে।
উচ্চারি প্রণব মন্ত্র পূজিবে আমারে ॥

হইবে ভক্তের জন্ম করম সফল।
নিষ্ প্রণব মন্ত্র হতে কোটি গুণ ফল॥
অহিংসা অস্তেয় আদি ইন্দ্রিয় নিগ্রহ।
তত্ত্বজ্ঞান শাস্ত্র যেবা প্রকাশে প্রত্যহ॥
সেই মম প্রিয় ভক্ত জানিবে নিশ্চয়।
আমার বচন কভু মিথ্যা নাহি হয়॥
প্রদোষ কালেতে যেবা পূজিবে আমারে।
বাসনানুরূপ ফল পাইবে সত্বরে॥
অবশেষে আমাতেই হইবেক লয়।
মম এই সত্য বাক্য জানিবে নিশ্চয়॥
কৃষ্ণপক্ষে বিভূতি ভূষিত অঙ্গ যার।
অর্চ্চনা করিবে প্রিয় ভক্ত সে আমার॥
যামিনীতে একাদশী আর সোমবারে।
উপবাসী থেকে পূজা করে যে আমারে॥
তাহারে আপদ কভু না পারে স্পর্শিতে।
জীবন কাটায় সেই অতি হরষিতে॥
পঞ্চামৃত পঞ্চগব্য পুষ্প গন্ধ জলে।
রুদ্র সূক্ত পাঠ করি কুশ যুক্ত ফুলে॥
অভিষেক করে মোর অতি সযতনে।
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত মোর হয় সেই জনে॥
নাভি জলে অবস্থিয়া আদিত্যাভিমুখে।
সবিতৃ মণ্ডলে ধ্যান করে যেই সুখে॥

অথর্ব্ব শ্রুতির গান গাইবে যতনে।
ঈশপোনিষদ্ সুর ধরিয়া সে তানে॥
মন্ত্র আদি উদ্গীতন মম পাশে করে।
এই মম ভক্তি যোগ কহিনু তোমারে॥
কামধেনু স্বরূপ এ মোর ভক্তিযোগ।
সাধিলে মোর (এ) সাধনা রহিবে না ভেগ।
এ মোর পরমযোগ জানিবেক সার।
বল মোর জিজ্ঞাস্য কি আছে এবে আর॥
ইহা শুনি গুণধাম শঙ্কর সুমতি।
নিবেদয়ে করজোড়ে বিশ্বনাথ প্রতি॥
বর্ত্তমানে এই স্থানে আছেন ত্র্যম্বক।
অর্চ্চনাবিহীন তব নাহিক সেবক॥
কৃত অপরাধে প্রভো কি হবে উপায়।
দয়া করি দীনবন্ধো কহ গো আমায়॥
মহেশ বলেন শুন ভকত প্রধান।
মম লীলা প্রকাশিতে এ মোর বিধান॥
এতদিন তব আশে আশা পথ চেয়ে।
কি জন্য অরণ্য মাঝে আছি গো বসিয়ে॥
আমার অনিচ্ছাবশে প্রকাশে আমায়।
আছে কেবা হেনজন মানব ধরায়॥
নিরগুণ নিরাকার সকল আঁধার।
সগুণে কল্পনা করে হেন সাধ্য কার॥

থাকুক মানব দূরে দেবতা দুর্লভে।
মম ইচ্ছা ভিন্ন কিসে আমারে কে লভে॥
তুমি মম প্রিয় ভক্ত তব সন্নিহিতে।
প্রকাশিনু মম মায়া এই অটবীতে॥
তোমার আগ্রহে আমি অমূর্ত্ত হইয়া।
মূর্ত্তিমান রূপে এবে দরশন দিয়া॥
পুরিলাম তব আশা পুরুষ রতন।
তব ভক্তিবশে মোর হয় প্রকাশন॥
ভক্তিভাবে যেই মোরে ডাকে সযতনে।
সতত সহায় হই তাহার সাধনে॥
তপঃ সিদ্ধি এই তব সাধনার দিনে।
করয়ে উৎসব আসি যেই ভক্ত জনে॥
সকল অভীষ্ট তার হইবে সফল।
এই মোর সাধনার পরম কৌশল॥
চৈত্রমাস কৃষ্ণপক্ষ তিথি পঞ্চমীর।
বিশাখা নক্ষত্র শুক্রবারে হয় স্থির॥
হর্ষণ যোগের দিনে যে পূজে আমারে।
পত্র পুষ্প ফল জল নানা উপচারে॥
ইহকালে সুখী হয় সেই ভক্তজন।
অন্তেতে অবশ্য পায় আমার চরণ॥
আচার্য্য বলেন ওহে প্রভো দয়াময়।
কৃপা করি মমোপরি হওহে সদয়॥

সাধনোপযোগী আমি জানিয়া এ স্থান।
মম শিষ্যগণে আমি কহিব সন্ধান॥
চিরদিন এই স্থানে করিবেক বাস।
সেবিবে চরণ তব এ মম প্রয়াস॥
'তথাস্তু বলিয়া শিব হন অন্তর্দ্ধান।
শঙ্কর প্রহৃষ্ট মনে করি অবস্থান॥
আদেশিয়া শিষ্যগণে মধুর বচনে।
এই স্থানে কর বাস সেবার কারণে॥

দশনামী আশ্রম প্রতিষ্ঠা

তদবধি দশনামী সাধু সমুদয়।
গুরুবাক্য শিরোধার্য্য করিয়া নিশ্চয়॥
সেবায়েত রূপে তাঁরা থাকি সেই স্থানে।
প্রভুর সেবায় রত হরষিত মনে॥
এ বারতা জন মাঝে হইল প্রচার।
বিশ্বনাথে পূজে আসি আনন্দ অপার॥
দেশ-দেশান্তর হতে আসি ভক্তগণে।
পূজা করে শূলপাণি হরষিত মনে॥
এ রূপেতে বুড়াশিবে আচার্য্য শঙ্কর।
প্রকাশেন কৃপা করি মানব ভিতর॥
নিজের মনোভিলাষ সাধিয়া যতনে।
ব্রহ্মপুত্র স্নানে যান হরষিত মনে॥

সন্ন্যাসী মাহাত্ম্য

শিবলিঙ্গ সহস্রাণি শালগ্রাম শতানিচ,
দ্বাদশ কোটি বিপ্রাণি সপর্য্যমেক সন্ন্যাসী ।
সন্ন্যাসী আরাধ্য দেব জগত পূজিত,
জগতের গুরুরূপী শাস্ত্রেতে বিখ্যাত ।
ত্রিতাপে তাপিত জীব কেন হাহাকার,
চল কল্পতরু মূলে পাইবে নিস্তার ।
বাহিরে সমস্ত বিশ্ব আসুক গর্জ্জিয়া,
তুমি ওই তরুমূলে থাক ঘুমাইয়া ।
কত জন্ম জন্মান্তর সংসার কানন,
বন হরিণীর মত করিছ ভ্রমণ ;
আশ্রয় পাওনি কোথা জুড়াবার স্থান,
ক্ষণেক বিশ্রামি হেথা শান্ত কর প্রাণ ;
অবোধ শিশুর মত কল্পতরুমূলে,
সংসারের কান্নাকাটি দ্বন্দ্ব যাও ভুলে ।
চন্দনের সঙ্গে বায়ু সুগন্ধিত বয়,
সাধু সঙ্গে জীব শিব হইবে নিশ্চয় ।
এ নিদ্রা সুখের নিদ্রা; ভেঙ্গো নাকো আর,
জেগে যেন পুনঃ আর দেখো না সংসার ।
গঙ্গাস্নানে পাপশূন্য হয় জীবগণ,
সাধুসঙ্গে সেইরূপ সফল জীবন ।

অঙ্গারের ময়লা কাটে অগ্নির দাহনে,
মানবের মোহ টুটে সাধু সংমিলনে।
সপ্ত সমুদ্রের জল হয়ে একাকার,
উঠুক সমস্ত বিশ্বে প্রলয় হুঙ্কার ;
একত্রে দ্বাদশ রবি উদিয়া গগনে.
পোড়াক সমস্ত বিশ্ব, প্রচণ্ড কিরণে ;
প্রলয়ের ঘোর বাত্যা, অশনি হুঙ্কার।
করুক এ বসুন্ধরা ভেঙ্গে চুরমার ;
কল্পান্তের মেঘমালা আসুক গর্জ্জিয়া,
তবু কল্পতরুমূলে থাক ঘুমাইয়া।
সে তরু আশ্রয় বিনা যেন কিছু আর,
আশ্রয় করিতে আশা কর না কাহার।
নীরবে ঘুমিয়ে থাক সেই তরুমূলে.
প্রীতি করুণার ফল পাইবে সকলে।
ওহে কল্পতরুবর সৌরভে তোমার,
হর মন-ইন্দ্রিয়ের চেতনা আমার।
বড় শ্রান্তি, বড় ক্লান্তি. এসেছি লইয়া,
তোমারি চরণে ওগো ঘুচাব বলিয়া।
অনন্ত—অরন্তকাল, এ নিদ্রা আমার,
ভেঙ্গো না, মিনতি করি, জাগায়ো না আর।
বাহিরে অনন্ত সিন্ধু করুক গর্জ্জন,
আমি তব ছায়াতলে থাকি অচেতন।

এ নিদ্রা সুখের নিদ্রা ভেঙ্গো নাকো আর,
জেগে যেন পুনঃ আর দেখি না সংসার ।

———

শিবলোক বর্ণন

এক কোটি যোজনোর্দ্ধে স্থিত মহর্লোক
পৃথিবী হইতে তাহা জানে সর্ব্বলোক ।
ভূর্লোক দ্বিকোটি হয় যোজন উর্দ্ধেতে ।
অবস্থিত জনলোক কীর্ত্তিত শাস্ত্রেতে ॥
পৃথিবী হইতে উর্দ্ধে চৌকোটি যোজন ।
তপলোক অবস্থিত জানে জ্ঞানিগণ ॥
সত্যলোক যথাস্থিত শুন এবে কহি ।
কোট্যষ্ট যোজন উর্দ্ধে হতে এই মহী ॥
কহি শুন এবে সেই গোলোকের কথা ।
শ্রীকৃষ্ণ বসেন সদা রাধা সহ তথা ।
বৈকুণ্ঠ তাহার নাম খ্যাত চরাচর ।
স্থিত সেই পুণ্যধাম সত্য লোকোপর ॥
ধরা হ'তে উর্দ্ধে কোটী ষোড়শ যোজন ।
অবস্থিত সেই লোক শুন দিয়া মন ॥
বৈকুণ্ঠ হইতে উর্দ্ধে স্থিত শিবলোক ।
ষোলগুণ উচ্চ সেই হইতে গোলোক ॥

বসেন তথায় সেই পার্ব্বতী মহেশ।
সহ নন্দী ভৃঙ্গী আর সহিত গণেশ॥
আর আর পরিষদে হইয়া বেষ্টিত।
বিশ্বেশ্বর বিশ্বনাথ সদা বিরাজিত॥
কৈলাস সর্ব্ব স্বরূপ খ্যাত চরাচর।
শিবের বসতি বলি শুন অতঃপর॥
নিজ লীলা বশে তাই নানারূপ ধরি।
অদ্বিতীয় স্বরূপ ঐ কৈলাস বিহারী॥
তাঁহার ক্রীড়ার্থে সৃষ্ট সেই পুণ্যলোক।
দুঃখ দৈন্য বিরহিত রোগ তাপ শোক॥
আজ্ঞাবহ সেই ধাম শিবের শাসিত।
মহাদেব পরব্রহ্ম সর্ব্বলোকে খ্যাত॥

——

শিব মহিমা

তাহারে শাসন নাহি করে কোন দেব।
তাই তাঁর নাম হ'ল দেব মহাদেব॥
অশাসিত দেব শ্রেষ্ঠ মহাদেব তিনি।
প্রলয় কালেতে বিশ্ব বিনাশেন যিনি॥
সৃজন পালন করি যত ভূতগণে।
সংহারেন পুনঃ তিনি প্রণবের ক্ষণে॥

সকল উদ্যম যত ইচ্ছায় তাঁহার।
সর্ব্বজ্ঞ সচ্চিদানন্দ শিব নিরাকার॥
প্রবর্ত্তক নিবর্ত্তক কেহ নাহি তাঁর।
অমূর্ত্ত পরম ব্রহ্ম নিত্য নির্ব্বিকার॥
অথচ সগুণ তিনি হয়েন সাকার।
অচিন্ত্য তাঁহার তত্ত্ব জানে সাধ্য কার?
ভীষণ ভৈরব রুদ্র শ্রুতি প্রকীর্ত্তিত।
সর্ব্বব্যাপী ধ্রুব সত্য দ্বৈত বিবর্জ্জিত॥
অনাদি কারণ যিনি দেব সারাৎসার।
সাক্ষাৎ স্বরূপ হয় আনন্দ যাঁহার॥
বেদ চতুষ্টয় তিনি অজ্ঞেয় লোকেতে।
ব্রহ্মা বিষ্ণু আদি যাঁরে নারেন বুঝিতে॥
নারদাদি ঋষি তাঁর নাহি পায় সীমা।
মনোবাক্য অগোচর আত্মার মহিমা॥
জানেন নিজের তত্ত্ব কেবল আপনি।
মহাযোগে রত সদা যোগী মহাজ্ঞানী॥
যোগী গম্য, নামহীন জগত ঈশ্বর।
তিনিই কেবল মাত্র প্রমাণ গোচর॥
সকল জীবের হৃদে সদা বিরাজিত।
এক মহাজ্যোতিঃ রূপে ত্রিদিব বাঞ্ছিত॥
নানারূপে প্রকাশিত কোন রূপ নাই।
অচিন্ত্য অভাব্য তত্ত্ব শুধু ভাবি তাই॥

সর্ব্বগত হইয়াও ইন্দ্রিয় গোচর।
অপার মহিমা তাঁর শুন অতঃপর॥
অনন্ত অথচ তিনি মহাকালরূপী।
সকল বিষয় বেত্তা সর্ব্বলোক ব্যাপী॥
সকল প্রকার ক্রীড়া হন বিবর্জ্জিত।
আশুতোষ মহাদেব ত্রিলোক পূজিত॥
শিবের মহিমা হয় অপূর্ব কথন।
এবে শুন মন দিয়া দেহের বর্ণন॥

শিবরূপ বর্ণন

কিবা শোভে অর্দ্ধচন্দ্র ললাটে তাঁহার।
তন্নিম্নে তৃতীয় নেত্র শোভার আধার॥
কণ্ঠদেশ নীলবর্ণ নীলকণ্ঠ নাম।
আঁখি হতে শুভ্র জ্যোতিঃ ক্ষরে অবিরাম॥
বামেতে আছেন বসি দেবী মহামায়া।
পার্ব্বতী গিরীন্দ্র সুতা শোভে শিব জায়া॥
হস্তের ভূষণ হয় সে অনন্ত ফণী।
মস্তক উপরে বহে দেবী মন্দাকিনী।
কুলু কুলু রবে বহে কিবা তার ঘটা।
প্রক্ষালিত করে সদা শিরস্থিত জটা॥

কামদেব দেহ ভস্মে অঙ্গ বিলেপিত।
অপরূপ কান্তি যাঁর ত্রৈলোক্য বাঞ্ছিত॥
সর্পের ভূষণে সদা হইয়া ভূষিত।
সদানন্দ কৈলাসেতে সদা বিরাজিত॥
অজগর নামে ধনু হস্তেতে তাঁহার।
বৃষরাজ পৃষ্ঠে চড়ি করেন বিহার॥
গজচর্ম্ম উত্তরীয় পরিধানে তাঁর।
পঞ্চমুখে দীপ্ত জ্যোতিঃ শোভে মনোহর॥
থাকেন বেষ্টিত সদা প্রমথাদি গণে।
মহামৃত্যু ভয় পায় যাঁর দরশনে॥
শরণাগত দীনার্ত্ত ভবভয় ত্রাতা।
ভক্তগণের হন তিনি মোক্ষ দাতা॥
মনোরথ পূরয়িতা গুণত্রয়াতীত।
প্রাণিগণে বরদানে সবাই উদ্যত॥
পরাপর রুদ্ররূপে জগৎ ব্যাপিয়া।
স্থিত তিনি সদা এই বিশ্ব আবরিয়া॥
অপরিমেয় স্বরূপ শাস্ত্রেতে কীর্ত্তিত।
পুরাণাদি শাস্ত্রে আছে সর্ব্বত্র ঘোষিত॥
অরূপ অক্ষর তিনি নিত্য নিরাকার।
মায়াবশে পুনঃ তিনি হয়েন সাকার।
শিব বিনা মুক্তি কেহ নাহি পারে দিতে।
ভুক্তি মুক্তিদাতা তাই পূজিত জগতে॥

ব্রহ্মাদির বিচার ও মীমাংসা

ব্রহ্মা বিষ্ণু একদিন মহাতর্ক হল।
জয়েচ্ছু কেহই নাহি তর্কেতে হটিল ॥
প্রমাণ যে চারি বেদে বিধি জিজ্ঞাসিলা।
কহ বেদ তত্ত্বরূপে কারে নিরূপিলা ॥
প্রমাণরূপেতে হয় বিখ্যাত জগতে।
কোন সে যথার্থ তত্ত্ব কহ ভালমতে ॥
মানহ মোদের যদি শ্রুতিগণ কয়।
শুন ওহে সৃষ্টি স্থিতি কর দেবদ্বয় ॥
বেদরূপে মোরা এই প্রমাণ কারণ।
দেবতা তোমরা এবে শুন দিয়া মন ॥
এত শুনি মৃদু হাসি ব্রহ্মা বিষ্ণু কন।
তোমরা বলিবে যাহা মানিব প্রমাণ ॥
চারি বেদ যথারূপে বলিতে লাগিল।
ঋগ্বেদ সবার আগে কথা আরম্ভিল ॥
উদ্ভূত যাহা হতে এ নিখিল ভূবন।
যাহাতে বসেন সদা সর্বভূতগণ ॥
পর বলে হন তিনি খ্যাত চরাচর।
সে রুদ্র যথার্থ তত্ত্ব শুন অতঃপর ॥
যজুর্বেদ কহিলেন কর অবধান।
যজ্ঞেশ্বর যোগার্চ্চিত সে রুদ্র মহান ॥

যাঁহার দ্বারেতে মোরা প্রমাণ গৃহীত।
শিব সর্ব্বদর্শী ইহা মোদের মানিত॥
ভ্রময়ে জগত এই যাঁহার শক্তিতে।
যোগীজন যাঁরে সদা ধ্যায়েন মহীতে॥
প্রকাশ বিশ্বের এই দীপ্তিতে যাঁহার।
সে ত্র্যম্বক পরব্রহ্ম তত্ত্ব সারাৎসার॥
এইমত দেবদ্বয়ে সামবেদ কন।
শুন এবে অথর্ববেদ বর্ণিল কেমন॥
কৈবল্যরূপী তারক ব্রহ্ম হন যিনি।
দর্শন করেন যাঁর ভক্ত ঋষি মুনি॥
সেইত শঙ্কর পর তত্ত্বরূপে খ্যাত।
চারি বেদ একে একে বলে এই মত।
এই বিধ বেদবাক্য করিয়া শ্রবণ।
অজ্ঞান আচ্ছন্ন বিধি, বিষ্ণু তবে কন॥
বিচরে শ্মশান মাঝে দিগম্বর বেশ।
ধূলিতে ধূসর কায় কুৎসিৎ মহেশ॥
শিবাসনে ক্রীড়ারত বৃষভ বাহন।
কেমন ব্রহ্মত্ব লভে সে অহিভূষণ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু এইরূপ হাসি হাসি কয়।
প্রণব স্বরূপ বেদ অতি তেজোময়॥
তাঁদেরে কহিলা এবে মৃদু মৃদু হাসি।
ছড়ায়ে পড়িল যেন ফুল রাশি রাশি॥

লীলা না করেন হর রুদ্ররূপী প্রভু।
মায়াবশে অতিরিক্ত শক্তি সনে কভু॥
লীলাতে বিগ্রহধারী শিব ভগবান।
স্বয়ং জ্যোতির স্বরূপ, অরূপ মহান॥
শিবাণী তাহার শক্তি অনন্ত অপার।
আগন্তুক তাঁর শক্তি কেহ নাহি আর॥
প্রণব বাক্যেও তবু মায়া নিবন্ধন।
অজ্ঞানতা না হইল তাদের মোচন॥
ধরা ও নরের মধ্যে করি উদ্ভাসন।
স্বীয় তেজে হল এক পুরুষ সৃজন॥
জ্যোতির মণ্ডল স্থিত অতি তেজোময়।
সে পুরুষে দেখি সবে হইল বিস্ময়॥
অতীব আশ্চর্য্য মহা জ্যোতি নিরখিয়া।
ব্রহ্মার পঞ্চম শির উঠিল জ্বলিয়া॥
হেরিয়া সে পুরুষে, দেবদ্বয় মধ্যস্থিত।
ভাবিতে লাগিল ব্রহ্মা হইয়া চকিত॥
নিরখি ত্রিশূল হস্ত ভালেতে লোচন।
ললাটে চন্দ্রের লেখা সর্পের ভূষণ॥
কহিল তখন ব্রহ্মা শুনহ মহেশ।
পূর্বাপর হ'তে তোমা জানি সবিশেষ॥
আমার ললাট হতে তোমার উদ্ভব।
জন্মিয়া রুধিলা তাই রুদ্রনাম তব॥

হে পুত্র মহেশ তব জন্মদাতা আমি।
রক্ষিতে পারিব তোমা, মোরে স্মর তুমি॥
শুনিয়া ব্রহ্মার এই গর্বিত বচন।
ক্রোধে থর থর বপু দেব পঞ্চানন॥
স্বীয় কোপানল হ'তে ভৈরব সৃজিয়া।
ব্রহ্মারে শাসিতে তেই তারে আদেশিয়া॥
কাশীপুরী নামে হয় মোর শ্রেষ্ঠ পুরী।
আধিপত্য কাল রাত্রি রহিবে তোমারি॥
সেই পুণ্যস্থলে বাস যাঁহারা করিবে।
তোমার শাসনে তারা নির্ভয়ে রহিবে॥
শুভাশুভ যত কর্ম্ম হয় সে পুরীতে।
চিত্রগুপ্ত তাহা নাহি লিখে কোন মতে॥
এই মত বর লভি সে কাল তখন।
ব্রহ্মার পঞ্চম শির করিল ছেদন॥
শতরুদ্রী জপ ব্রহ্মা ভয়ে আরম্ভিল।
বিষ্ণু তাঁহার স্তব করিতে লাগিল॥
স্তবে তুষ্ট হ'য়ে শিব কহিল তখন।
কি কহিল তাহা এবে শুন দিয়া মন॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু হন তব হে রুদ্র ভৈরব।
মাননীয় পূজনীয় কর দোহে স্তব॥
ব্রহ্মার ললাট এই করিয়া ধারণ।
ব্রহ্ম হত্যা পাপ তুমি কর বিমোচন॥

স্বীয় মূর্ত্ত্যন্তর মম হে নীল লোহিত।
দরশনে যাঁর হয় ত্রিলোক মোহিত॥
কাপালিক মহাব্রত করিয়া ধারণ।
মানব নিচয়ে তাহা কর প্রদর্শন॥
ব্রহ্মহত্যা প্রায়শ্চিত্ত করিনু বিধান।
ভিক্ষা উপজীবি হও হে রুদ্র মহান॥
এত বলি মহাদেব হল অন্তর্দ্ধান।
ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র এবে নিজধামে যান॥

আত্মপূজা

(১)

দুর্গতি বিনাশ হর, কর প্রভু কৃপা কর,
বসন্তে তোমার পূজা আনন্দ জগত জনে।
অধম তনয় তব, পূজা আমি কি করিব?
নিজ গুণে কর কৃপা অজ্ঞান এ দীন হীনে॥

(২)

এস গো আনন্দময়, এস এ মোর মন্দিরে,
বস গো শঙ্কর মম হৃদি-অষ্টদলোপরে।
যতনে কল্পনা করি, মনোঘটে ভক্তিবারি—
করিব কল্পনা প্রভু তব অভিষেক তরে॥

(৩)

ইষ্ট চিন্তা বেদপাঠ করাইব দিনরাত
একাগ্রতা চিত্তবোধ হইবে পূর্ণ তখন।
অনিত্য মিথ্যা সংসার, সকলি খেলা তোমার
বৈরাগ্য সহায়ে (বুদ্ধি) বিচার করবে সর্ব্বক্ষণ ॥

(৪)

সহস্রার সুধাধার ঝরিতেছে অনিবার,
দিব মহেশ্বর তব পাদ্য আচমন তরে।
ত্রিগুণ ত্রিপত্র দিয়ে চিত্তপুষ্প সাজাইয়ে,
অর্ঘ্য দিব শিব তব জটিল শিরোসোপরে।

(৫)

হৃদয় ক্ষীরোদাগার নৈবেদ্য হবে তোমার
রসতত্ত্বে পানীয় গো শঙ্কর দিব তোমারে।
প্রফুল্ল প্রীতির হার পরাব কণ্ঠে তোমার
অনুরাগের তাম্বুল রাগ সাজিবে অধরে ॥

(৬)

গন্ধ দিব গন্ধতত্ত্ব, ব্যজন সে স্পর্শতত্ত্ব
মহাব্যোম চিদাকাশ সে বসন পড়াইব।
তত্ত্বমালা আছে যত, হবে তব উপবীত
নানা পুষ্পপত্র দিয়ে শ্রীচরণ সাজাইব ॥

(৭)

ষড়রিপু মহিষাদি, অজ্ঞান কর্ম্ম অনাদি,
করি শিব তিরোহিত নির্ম্মল জ্ঞানাগ্নি জ্বালি।
শ্রদ্ধাভক্তি পুষ্প পরি', বন্দনা চন্দন করি,
দীনার্ত্ত আশ্রিত বলি পদে দিব পুষ্পাঞ্জলি ॥

(৮)

বাসনা হোমাগ্নি জ্বালি, শিব শিব শিব বলি,
আহুতি করিব তাতে যত অসার কল্পনা।
আছে ঊর্দ্ধে যে কমল, দ্বাদশ তাহার দল,
তব ছত্র তরে তাহা, দিব করেছি বাসনা ॥

(৯)

পঞ্চ তত্ত্বে জ্বালি বাতি, রাখিব গো দিবা রাতি,
পঞ্চ প্রাণ ধূপ দান হবে প্রভু অনুক্ষণ।
উজ্জ্বল জ্যোতির আলো, আরতি হইবে ভাল
অনাহত বাদ্যধ্বনি শুনাইব সর্বক্ষণ ॥

(১০)

সদানৃত্য প্রদক্ষিণ করিবে ইন্দ্রিয়গণ
পঞ্চভূতময় দেহ প্রণমিবে বারেবার।
বাক্য যত গীতস্তুতি, আত্মদান পূর্ণাহুতি,
হইবে গো শান্তিবারি প্রেম মন্দাকিনী ধার ॥

(১১)

প্রণবে করিতে যোগ, অরূপ হইবে রোধ,
মূলাধার হ'তে ক্রমে ষট্‌চক্র পরে যায়।
এ হৃদি আনন্দ বনে, শিব তব আগমনে
ভরিত মূরতি ধ্যানে কূটস্থেতে নিরখিব ॥

(১২)

তালে তালে নৃত্য করি, আসিবে গো ধীরি ধীরি,
সে শব্দ তত্ত্বেধ্বনি সুমধুর সুরে বাজে।
আত্মানন্দে পূর্ণ জীব, সকলি নিরখি শিব,
জীব মন্ত্র গুরু ইষ্ট স্বরূপে এক বিরাজে ॥

বিশ্বপ্রকৃতি কর্তৃক বিশ্বনাথের পূজা

রত্নাসন ঝলমল করে
দূরে, তব, কত ঊর্দ্ধ স্তরে।
ধরণী ধূলি মাঝে আমি,
দাঁড়াইয়া চেয়ে আছি তৃষিত নয়নে ॥
দিবাকর সমস্ত কিরণ
দিয়ে তোমা করেছে বরণ।
শশধর আপনা ভুলিয়া
মিশিয়া গিয়াছে তব কমল চরণে ॥

বৈশ্বানর প্রদীপ্ত প্রভায়,
বদন মণ্ডলে তব লয়েছে শরণ ॥

বসুমতী সমস্ত সুবাস,
দিয়ে তব হয়েছে নিঃশ্বাস।
বরুণ অমৃতরাশি লয়ে,
রসরূপে ঢেলে দেয় তোমার বদনে ॥

আকাশের শব্দগুণ যত
ছন্দে বদ্ধ হতেছে সতত।
দশদিক মুখরিত করি,
তোমারি মধুর গানে তুলিছে ঝঙ্কার ॥

পবনের স্পর্শ সুখ যত
ইন্দ্রিয়ের পথে অবিরত
প্রবেশিছে জীবের হৃদয়ে,
তোমারি সে সুখ-স্পর্শ করিছে প্রচার।

দূরে, শুধু হে জগত স্বামী !
অভাগা একাকী রব আমি ?
শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ,
জগতের, জীবনের যাহা উপাদান।

নিত্য তাহে তোমার প্রকাশ,
জাগিতেছে রূপের আভাস।

হে আমার হৃদয়ের রাজা,
আমারে দিবেনা শুধু সে চরণে স্থান ?

আশ্রমের লক্ষ্য

কি দিয়ে তোমার আমি পূজিব চরণ ?
হে জগত স্বামী !
তোমারি সমস্ত দ্রব্যে ভরা এ ভুবন,
দেখি শুধু আমি ।
জগতের শ্রেষ্ঠ রত্ন দিই যদি আনি,
তবু তৃপ্তি নাই ;
তোমারি সে রত্নধন, ভিখারী যে আমি
কোথায় কি পাই ?
সাধ হয় বিরচিয়া মন্দিরে তোমার,
রত্নে ভরি দিব,
জগতের শ্রেষ্ঠ শিল্প, চারু অলঙ্কার
আনি সাজাইব ।
ধূপ, ধূনা পুষ্পাবাসে চির সুবাসিত
মন্দিরে তোমার,
ভুবন মোহন রূপে আলোকিত
রবে চারিধার ।

মন্দিরের চারিপাশে হইবে স্থাপিত
বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ;
ভোগ রাগ বৈরাগ্যের অপূর্ব্ব মিলন,
জ্ঞান আর কর্ম্ম।

গৃহ ধর্ম্ম একপাশ, অন্য পাশে তার
থাকিবে সন্ন্যাস ;
আর্ত্ত-সেবা, বিশ্বসেবা, কর্ম্মপাশে আর,
রবে যোগাভ্যাস।

অতিথি, ব্রাহ্মণ, গুরু, দেবতা পূজন,
হবে গৃহ মাঝে,
স্নেহ, ভক্তি, প্রেম মাখা শান্তি নিকেতন,
প্রীতি পুণ্য-সাজে।

পীড়িত পাইবে সেবা, আহার্য্য ক্ষুধিত
পাবে, একধারে ;
জ্ঞানী, মুমুক্ষুর তৃষা, হবে নিবারিত
তত্ত্বের বিচারে।

জয় শিব রাম নাম, জয় শিবরাম
উঠিবে ধ্বনিয়া ;
গাহিবে সমস্ত কণ্ঠ, মধুমাখা নাম,
ভুবন ভরিয়া !

'বেদ সত্য', শাস্ত্র সত্য, জগত বিস্মিত
এক কণ্ঠে কবে,
একত্রে গার্হস্থ্য আর সন্ন্যাস মিলিত,
হেরি মুগ্ধ হবে।
হরির ঐশ্বর্য্য, রবে শিবের সন্ন্যাস
সেরূপ মিশিয়া,
বিশ্ব-বাসী প্রীতি ভরে আনন্দ উচ্ছ্বাসে
দেখিবে চাহিয়া।

দীনের পূজা ও প্রার্থনা

প্রভো,
এনেছি পূজার অর্ঘ্য দেখনা চাহিয়া,
না হয় অযোগ্য হবে, তবু ত চরণে লবে,
দীনের হৃদয় ভরা বেদনা বলিয়া।

শুনি চিরদিন, তুমি ভকত বৎসল,
ভাল মন্দ না বুঝিয়া, এসেছি হৃদয় না নিয়া,
তোমার চরণ ধুলি মাখিয়া কেবল।

নাহি মোর পুষ্পপাত্রে, মহামূল্যধন,
'অপূর্ব', 'বিচিত্র', 'সার', কোন পূজা উপাচার,
আছে আর্ত্ত হৃদয়ের আকুল ক্রন্দন।

নাহি মম পুষ্পপাত্রে, ফুল্ল ফুল দল,
অগুরু চন্দন ঢালা, সুবাসিত পুষ্প মালা,
বন-বিল্বদল গন্ধে ভরা এ কেবল।

তবুও হইবে প্রীত, জানি মনে মনে,
বিশ্ব-সম্রাটের দ্বারে, পূজা অর্ঘ্য ভারে ভারে,
আনে কত জন ভরি রতন কাঞ্চনে।

তবু দীন হীন বেশে ভিখারী যেমন,
পড়ি তাঁর পদতলে, শুধু পুষ্প বিল্বদলে,
ঢালি হৃদয়ের অশ্রু, পূজিলে চরণ,
হয় নাকি প্রীতি তাঁর? হে করুণাময়!
তোমারি ঐশ্বর্য্যে ভরা, রত্নময়ী বসুন্ধরা,
তোমারি কি দিব আর মনে নাহি লয়।

এনেছি পূজার অর্ঘ্য দেখ না চাহিয়া,
না হয় অযোগ্য হবে, তবু ত চরণে লবে,
দীনের মানস পূজা,—প্রার্থনা বলিয়া।

শিবরাত্রি

শিবরাত্রি তুল্য ব্রত নাহিক সংসারে।
গঙ্গাসম তীর্থ নাই ভুবন মাঝারে॥
যে, অনাদি শিবলিঙ্গ গৃহে বসি ভাবে।
দ্বিজন্মের পাপরাশি তাহার খণ্ডিবে॥
আসিয়া শিবের ধামে করে দরশন।
ত্রিজন্মের পাপ তার হইবে খণ্ডন॥
পঞ্চজন্ম অজ্ঞানতঃ পাপ যত হয়।
শিব দরশনে ক্ষয় হইবে নিশ্চয়॥
মহালিঙ্গ পূজনে যে কৃতকৃত্য হয়।
এ ভব যাতনা তার ঘুচিবে নিশ্চয়॥

শিবরাত্রি উৎসব

এ নব বরষে, হরিষে হরষে,
বরণ করিগে চল।
হরি হর বিনা, দুঃখ দৈন্য যত,
ঘুচাতে কে পারে বল॥
(দেখ) কি শোভা সুন্দর, অতি মনোহর,
আনন্দে এ ধাম ভরা।
পবিত্র নির্মল, অতি সুকোমল,
হেরিয়া আপন হারা।

(কভু) দেখি না বুঝি না, জানি না পাই না,
পাইতে পাগল পারা।
নর নারী গণে, একত্র মিলনে,
আসি এ ভবন ঘেরা॥

(দেখ) কাঁদিয়ে কাঁদায়, হাসিয়ে হাসায়,
আপনা আপনি সারা।
জগতে মাতায়, আপনি মাতিয়া,
আপনা আপনি ভরা।

(তথা) নাহি দ্বেষাদ্বেষ, হ'য়ে অনিমেষ,
নয়নে বহিছে ধারা।
ত্র্যম্বকে ভাবিয়া, কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
ভাবেতে সবাই ভোরা॥

(গায়) শিব শিব বলি, দিয়ে কর তালি,
বড় যে আনন্দ পোরা।
'আমিত্ব' ছাড়িয়া, ভাবেতে মাতিয়া'
তুমি ত সকলে ঘেরা॥

(হেথা) কি ভাবের স্রোত, একাগ্রতা ব্রত,
হেরিলে কুড়ায় প্রাণ।
জয় শিব বলি, দুটি বাহু তুলি,
ধরিছে মধুর তান॥

(লয়ে) দধি, দুগ্ধ, ঘৃত মধু, পুষ্প, পত্র,
ধরিয়া আপন করে।
জ্বালি ঘৃত বাতি, কর্পূর আরতি,
শম্ভুর পূজন তবে॥

কত অবধূত, উদাসী সন্ন্যাসী,
শিব নামে মাতোয়ারা।
সন্ন্যাসিনীগণ, ভাবেতে মগন,
প্রেমের স্রোতেতে ভোরা॥

(যত) ব্রহ্মচারীগণে, বসি যোগাসনে,
মগন শিবের ধ্যানে।
ক'রে সাম গান, হরে মনোপ্রাণ,
প্রথম বৈদিক তানে॥

(কত) বৈরাগী বৈষ্ণবী, খোল করতালি,
বাজায় প্রেমের ভরে।
নাচিয়া নাচিয়া হরিগুণ গায়,
এধারে ওপারে ফেরে॥

(ঐ) বাজয়ে উরধে, নহবত শুন,
ধরিয়া বেহাগ তান।
(কি) মধুর ধ্বনি, সারাটি রজনী,
(করে) মহেশ্বরে আহ্বান॥

(আসি) যত হিন্দুস্থানি, সিপাহীর দল,
বসিয়া শিবের ধামে।
খন খন খন, বাজে করতাল,
নাচিছে মধুর ঠামে॥

সভাসদ যত, যুবকের দল,
হারমনিয়ম তানে।
আপনি মাতিয়া, মাতায় ভূতল,
সে মধুর নাম গানে॥

(ক) কত শত শত একতারা বাজে,
এদিক ওদিক ধায়।
সে শোভা সৌন্দর্য্য, বর্ণনা অতীত,
কতবা বলিব হায়॥

(আসি) যত কুলনারী বসি সারি সারি
একত্র মিলিত সবে।
হুলুধ্বনি রবে দুকুল ভাসায়,
কোকিল স্তম্ভিত ভাবে॥

(এস) চারি বেজে গেল, উপাসনাকাল,
এখন উঠিয়া ত্বরা।
মাহেশ্বরী ধূপ, করেতে লইয়া,
আহুতি করিগে মোরা॥

(এস) যজ্ঞকুণ্ড স্থলে, বসি একমনে,
স্মরিগে শ্রীগুরুপদ।
ঘুচিবে মোদের, বিঘ্ন যত আছে,
পাইব পরম পদ॥
(প্রভো) আমি গো মলিন, অতি দীন হীন,
কিছুই সম্বল নাই।
তুমিই ডাকিলে, প্রাণে আশা দিলে,
আলো যে দেখিতে পাই॥
(আমি) সংসার সাগরে, পড়িয়া ফাঁপরে,
আসি যাই বারে বার।
আর যে পারি না সহিতে যাতনা,
(গুরো) কর পার এইবার॥
কৃপাভিক্ষারী।

ভক্তের ভগবান

নিভৃত অরণ্য মাঝে, বৃষভ ধ্বজ বিরাজে,
শ্বাপদগণের অতি গর্জ্জন গভীর।
চারিদিকে বনাকীর্ণ, দূরব্যাপী জনশূন্য,
সম্বল অশ্বত্থ বৃক্ষ শম্ভুর মন্দির॥

ত্রিপুর বিজয়কামী, সে ত্রিপুরানন্দ স্বামী,
আনন্দিত মনে দেব করেন সাধন।
গুরু শিষ্য দুই জনে, অতি হরষিত মনে,
পত্র পুষ্প ফল জলে করেন পূজন॥

বর্ত্তমান মহামতি, অল্পবর্ষ শিশু অতি,
শিব নাম করি গান ভাবে মুগ্ধ প্রায়।
পিতা সাধনের তরে, শ্মশানে শ্মশানে ফেরে,
একাকী বসিয়া রাত্রি শেষ হ'য়ে যায়॥

একদা ভয়েতে অতি, কাতর সে মহামতি,
শিব শিব শিব বলি কাঁদিয়া কাঁদিয়া।
শিশু বলে শিব শিব, রহিতে না পারে শিব,
সন্ন্যাসীর বেশে শিব দাঁড়ান আসিয়া॥

বালক করিতে তোষ, দেখা দিয়ে আশুতোষ,
মধুর বচনে করি অভয় প্রদান।
নানাবাক্যে শান্ত করি, কোমল অধর ধরি,
কতই আদরে শান্ত করিলা পরাণ॥

তব কোন ভয় নাই, আমি আছি এই ঠাঁই,
তোমার সহিতে সদা করি আমি বাস।
আমি নাহি তোমা ছাড়ি, নিমিশ রহিতে পারি,
তোমার হৃদয়াসনে আমার নিবাস॥

শিশু বলে কোন জন, আসিয়াছ কি কারণ,
কহিলে জানিব আমি, কে তুমি আমার।
ভোলা বলে আমি শিব, যাঁকে দিবা নিশি ভাব,
সেই নিদানের বন্ধু আমি যে তোমার॥

এতক্ষণে গুরু আসি, কন্ কথা মৃদু হাসি,
কেন বাছা জেগে আছ কিসের তরাসে।
পুত্র বলে পিতা শুন, নাহি কোন ভয় মম,
আনন্দে আছি গো আমি শিবের আশিষে॥

তুমি গেলে আসি শিব, আদর করিয়া ভব,
কতই কহেন কথা আমার সহিতে।
কত ভালবাসে মোরে, কতই আদর করে,
আমি যে বারতা পিতঃ না পারি কহিতে॥

গুরু শুনি এই বাণী, ধরিয়া অধর খানি,
চুম্বিলেন পুনঃ পুনঃ সে মুখ পঙ্কজে।
আশীর্ব্বাদ এই মম, "তুমি হও শিব সম",
তোমার হৃদয়ে জ্ঞান সদাই বিরাজে॥

তুমি জয়ী জন মাঝে, সাধিয়া আপন কাজে,
জয় কর রিপুগণে শিবেরে সাধিয়া।
আমি অতি দীন জন, তাই বুঝি ত্রিলোচন,
দরশন নাহি দেয় অধম বলিয়া॥

যে নামে পাগল আমি শিব বিনা নাহি জানি,
দেখা দাও দীন বন্ধু দীন হীন জনে।
না পাইয়া তব ধনে, এ প্রাণ ধরি কেমনে,
নয়নের বারিধারা রহে না নয়নে ॥

এবে দেখে নর নারী, কি দয়াল ত্রিপুরারি,
ভকত বৎসল তিনি অধম তারণ।
আরাধনা কর তাঁর, ঘুঁচে যাবে অন্ধকার,
অকুল কাণ্ডারী তিনি বিপদ বারণ ॥

৺মহাত্মা ত্রিপুরানন্দ স্বামীজির সমাধি

(১)

সহসা ডাকিয়া দেব কহেন দারুণ বাণী,
নশ্বর এ দেহ আর রবে না সাকার,
যুগ যুগান্তর হ'তে যে নামে পাগল হ'য়ে
সাধনা করেছি আমি, বিবেক বৈরাগ্য লয়ে,
চলিলাম সেই ধাম, কি আনন্দ প্রাণারাম,
মৃদু কণ্ঠে ব্রহ্মনাম করিলেন সার,
তার স্বরে তার রবে উঠিল ওঙ্কার।

(২)

বর্ত্তমান মহামতি, হেরিয়া পিতার গতি,
ব্যাকুল হৃদয়ে কত কাতর ক্রন্দন ;
হৃদি কাঁপে থর থর আকুল জীবন,
সদাশয় মুক্তিদাতা, আজ চলে গেলে কোথা,
বিজন অরণ্য মাঝে দিয়ে বিসর্জন ।
চারিদিকে হাহাকার, ধরা যেন অন্ধকার,
খসিল যে আমার সে উজ্জ্বল রতন ।
হৃদয়ে পাষাণ দিয়ে করিলা গমন ॥

(৩)

জ্ঞানালোকে সুশোভিত, উন্নত মহান চিত,
প্রশান্ত উদার মূর্ত্তি কিবা শোভা তাঁর,
হায় আমি কি করিব, আর তাঁরে নাহি পাব,
অব্যক্ত যাতনা এক হৃদি ফেটে যায়,
না হতে শিকার শেষ, চলে গেল নিজ দেশ,
অজ্ঞান বালক আমি কি করি উপায় ।
পূর্ণ না করিলে আশা পূর্ণব্রহ্মময় ॥

(৪)

উঠ পিতঃ একবার, ঘুঁচে যাক অন্ধকার,
মহাশূন্য ধরা যেন তোমার বিহনে,
এস জ্ঞান দাতা পিতা, জানাব যে হৃদিব্যথা,
না হেরিয়ে ওই পদ রহিব কেমনে,

বনবাসে সদা থাকি, কত আশা মনে রাখি,
কি দেখে বাঁধিব হৃদি ভাবিতেছি মনে।
নয়নের বারিধারা রহে না নয়নে ॥

(৫)

নির্ব্বাণ নিষ্কাম দাতা, তুমি অধমের পিতা,
অগতির গতি তুমি ব্রহ্ম সনাতন ;
ধৈরয ধরিতে নারি, জগত আঁধার হেরি,
প্রপঞ্চ মায়ার ঘোরে সদা অচেতন ;
কত জ্ঞান দিয়াছিলে, তব শোকে যাই ভুলে,
হৃদি বাঁধিবার বল দাও নারায়ণ।
তোমা ছাড়া নাহি হই এই নিবেদন ॥

(৬)

অতঃপর সারি সারি, সাধু সমাগম হেরি,
সমাধি খনন করি পশ্চিম দুয়ারে,
শঙ্খ ঘণ্টা কাংস ধ্বনি, চারিদিকে প্রতিধ্বনি,
স্নান করাইয়া দেই বুড়ি গঙ্গানীরে,
গন্ধ, পুষ্প, বিল্বদলে, পূজিয়ে পদ কমলে,
'জয় শিব' বলি রক্ষি, আসন উপরে,
উচ্চৈঃস্বরে একমনে, প্রথম বৈদিক তানে,
বেদপাঠ সামগান সযতনে ক'রে।
স্থাপিত সে শিব তনু সমাধি আগারে ॥

(৭)

তদুপরি বেদি করি, 'ত্রিপুরেশ্বর', নাম ধরি,
সযতনে শিবলিঙ্গ হইল স্থাপন।
প্রস্তর ফলকে লেখা হয় দরশন,—
"এ স্বামী ত্রিপুরানন্দ, মহাযোগী সদানন্দ,
গুরু মহারাজ সেই উজ্জ্বল মহান ;
সাধিয়া আপন খেলা, অবসান দেখি বেলা,
তের শত ছয় সালে করেন প্রয়াণ ;
ভবরোগ বৈদ্য জানি, জ্ঞান বৈরাগ্যের খনি,
সরস্বতী ব্রজানন্দ করিলা স্থাপন,
উপযুক্ত শিষ্যপদে করিয়া বরণ ॥"

(৮)

ঐ দেখ পশ্চিম দ্বারে, শিবলিঙ্গ বেদি' 'পরে,
ভক্তি ভরে ভক্তগণে করিছে পূজন।
আমাদের মহাতীর্থ, কাশীসম পুণ্যক্ষেত্র,
কি দিয়ে তোমাকে মোরা করিব অর্চ্চন ;
তাই আজ দগ্ধ প্রাণে, জাগিতেছে প্রতিক্ষণে,
আজি মোরা হারাইনু অমূল্য রতন,
অন্তিমেতে পাই যেন ওই শ্রীচরণ ॥

(৯)

শেষ ভিক্ষা পিতঃ তবে দাও গো আমায়,
মন যেন সদা থাকে তব রাঙ্গা পায়।

তোমারি আদেশ যেন করিয়া স্মরণ,
হাসিতে হাসিতে যেন যায় এ জীবন।
অসংখ্য প্রণাম পায় সাষ্টাঙ্গ পতন,
বিপদে সম্পদে সদা করিও রক্ষণ।
কামনা নাহিক আর লভিতে জনম,
কর্ম্মফল শেষ কর নমো নারায়ণ॥

মহাপুরুষ চিন্তামগ্ন

এ আঁধারে কে দেখাবে পথ ?
(ওগো) জীবনের ধ্রুব তারা মোর।
যে হৃদয় আলো করে, অন্তরে অমৃত ভরে,
ছিলে তুমি পূর্ণকলা চাঁদের মতন,
আজ কেন আঁধার এমন ?

অন্তরের অন্তর প্রদেশে,
(মম) মুক্ত সব চরণে তোমার।
জান না কি যে জ্বালায়, জ্বলে প্রাণ মরু প্রায় ?
তোমা শূন্য এ হৃদয় আঁধার কেমন ?
অমা ঘন কালিমা মতন।

এ আঁধারে কে দেখাবে পথ ?
(ওগো) জীবনের আলোক আমার।
উজ্জ্বল অনল শিখা, চপলার দীপ্তি রেখা,
রবির প্রথম জ্যোতিঃ দ্যুতি চন্দ্রমার,
তোমা বিনা সব অন্ধকার।

এ আঁধারে কে দেখাবে পথ ?
(ওগো) জীবনের ধ্রুব তারা মোর।
অনন্ত আঁধার আসি' বিশ্ব যদি ফেলে গ্রাসি,
তোমার চরণ জ্যোতিঃ থাকে শুধু মনে,
সব দীপ্তি আমার নয়নে।

জগতের শোক তাপ যত,
(প্রভো) ভুলে যাই তব দরশনে।
প্রলয়ের হুহুঙ্কার, করে বিশ্ব চুরমার,
তুমি যদি থাক প্রাণে, কাঁপে না হৃদয়,
বসুধা বিদীর্ণ যদি হয়।

তবে আর কেন আছ দূরে ?
(প্রভো !) এস মম হৃদয় আসনে।
যে অমৃত তোমাহারা, ভীষণ গরল ধারা,
তোমা শূন্য যে সৌন্দর্য্য কুৎসিত বিষম,
প্রাণহীন শবের মতন।

আজ তুমি দূরে গেছ সরে,
(প্রভো !) ত্যজি মম হৃদয় আগার ।
তাই হেরি বসুন্ধরা, ভীষণ আঁধার ভরা,
দুঃখ দৈন্য অভিশাপে পূর্ণিত সংসার,
এস ফিরে এস পুনর্ব্বার ।

———

চিন্তা করিতে করিতে যুগল মূর্ত্তি দর্শন

আজি
সফল জনম, সফল জীবন,
হৃদয়ের ধন পেয়েছি ;
অভাব আকাঙ্ক্ষা মিটেছে পরাণে,
আনন্দ মাখায়ে রেখেছি ।

ভূলোক দ্যুলোক উজলিয়া যেই,
জ্যোতির তরঙ্গ রয়েছে ;
দেখেছি আজিকে, সে প্রখর তেজে,
নয়ন ঝলসি গিয়েছে ।

সে জ্যোতিঃ সাগরে, মনের মালিন্য,
আঁখির আঁধার ঘুচিল ;
ত্রিবঙ্কিম ঠামে, শ্রীরাধিকা বামে,
যুগল মূরতি দাঁড়াল ।

(কিবা) চরণে নূপুর বাজিছে মধুর,
মোহন মুরলী বদনে ;
শিরে শিখি চুড়া, পরে পীত ধরা,
দিয়েছে চরণ চরণে।

বনমালা গলে, মৃদু বায়ে দোলে,
(যেন) কাহারে ইঙ্গিতে ডাকিছে ;
হাসিয়া হাসিয়া সাদরে ডাকিয়া
পরাণ আকুল করিছে।

(এ যে) নলিন মধুর সে আঁখি সুন্দর,
করুণা অমিয় ঝরিছে ;
বঁধুয়া আমারে আদরেরি ভরে,
যেন কত কথা কহিছে।

(কিবা) বিজলী চমকে সেরূপ আলোকে
পুলকে শিহরে জীবন ;
সেরূপ মাধুরী ভুলিতে না পারি,
ধৈরয ধরে না পরাণ।

(যেন) মেঘে সৌদামিনী বামে কমলিনী,
জড়িত মাধবী তমালে ;
যত গোপীগণ, ভাবেতে মগন,
হেরিয়া বদন কমলে।

যত দেবগণ, এরিয়া মিলন,
দরশন আসে এসেছে,

সুমধুর তানে, হরিগুণ গানে,
আনন্দ উৎসবে নাচিছে।
কত কব আর, তুলনা তাহার,
বর্ণিতে বচন হারিল ;
স্বচ্ছ নিরমল এ হৃদয় হতে
বিষাদ কালিমা ঘুচিল।

মহাপুরুষের আত্মানন্দ

আজি দেখি শুধু আমারি সকল,
বিশ্ব জগত আমি ময় ;
আমি দ্রষ্টা পাতা, আমিই নিয়ন্তা,
ধ্বংস রূপী আমি মরণ ভয়।

জগতের বায়ু, আমারি নিঃশ্বাস,
লয়ে জীবদেহে বহিছে ;
প্রতি পরমাণু, আমারি ইচ্ছায়,
বিরাট ব্রহ্মাণ্ড গঠিছে।

ভাবরূপে আছি, জীবের অন্তরে,
চিন্তারি আকারে জড়িত—
নির্লিপ্ত নিষ্ক্রিয়, তবু ভোক্তা আমি,
মায়ার জগতে মোহিত—

স্বপনের খেলা, জগত আমার,
কেবল আমার কল্পনা ;
স্বচ্ছ নিরমল, স্ফটিকের মত,
আমার রূপের তুলনা।

মরি ! এত রূপ ! এমনি মহান,
গৌরব মণ্ডিত মহিমা ;
এত শক্তি মম, হে আত্মদেবতা !
বুঝেছি তোমার গরিমা।

শুধু আলো রাশি, পুলক প্রভায়,
আমারে মিশায়ে রেখেছি ;
আপনার ধ্যানে, আপনার ভাবে,
আপনি বিভোর হয়েছি !

———

১৩২৬ সালের আশ্বিন মাসে ভীষণ ঝড়

গুরু গুরু গুরু ডাকিল যে মেঘ,
ঐ শুন ঈশান কোণে।
বিনাশের কালে ঈশান করতা
দেখায়ে জগত জনে॥

গভীর গর্জনে কাঁপাইয়া ধরা,
গৃহ করে কর মর।
ঘন ঘন ওই চপলা চমকে,
অঙ্গ কাঁপে থর থর॥

ক্রমশঃ গর্জিল মেঘ ঝটিকা ভীষণ,
মথিছে সমুদ্র জল, বিশ্ব করে টল মল,
ঘন মেঘে আবরিত ছেয়েছে গগন।

ডুবে গেছে রবি শশী আঁধার সাগরে ;
করাল বদনা ভীমা, যেন ভয়ঙ্করী শ্যামা,
প্রকৃতি প্রলয় কর্ত্রী ঘোষিছে অম্বরে।

প্রলয় তরঙ্গ বলে, কাঁপিছে ধরণী,
লক্ষভ্রষ্ট দিশাহারা, হয়েছি পাগল পারা,
গেল সব রসাতলে মরিব এখনি।

কোথাও কিছু না হেরি, সকল আঁধার,
অকুল পাথারে মরি, কোথা যাই কি বা করি,
হে নিষ্ঠুর ! এ কি খেলা—কি ছল তোমার।

যায় সব যাক উড়ে, ক্ষতি কিছু নাই,
মরণে নাহিক ভয়, একবার এ সময়,
সম্মুখে দাঁড়াও দেব ! এই ভিক্ষা চাই।

ফুটেছিল যে মুকুল বাতাসে তোমার,
ভীষণ ঝটিকা ঘায়, যদি বা ছিঁড়িয়া যায়,
চরণে পরশি তারে রাখ এইবার।

শুকাইয়া দলগুলি ঝরিবে যখন,
তব পদ রজঃ মাখি, পবিত্র হইয়া থাকি,
নির্ম্মাল্য বলিয়া লোকে করিবে গ্রহণ।

মর মর শব্দ করি' বিশাল অশ্বত্থ,
মন্দির লইয়া সাথে, পতিত হল ভূমিতে,
শূলপাণি নীচদেশে প্রেমভরে মত্ত।

নিরীক্ষণ করি দেখি সকলে মিলিয়া,
দুই দিকে ভিত্তি তার, উর্দ্ধদিকে বৃক্ষবর,
মধ্যদেশে বুড়াশিব আছেন বসিয়া।

(তখন)

কাতরে, দয়াময় ! করি এ মিনতি—
কর কৃপা করুণা নিদান !
দুর্ব্বল সন্তান মোরা, দাও হে শকতি,
করি দেব ! তব স্তুতি গান ।

ত্রিদিব নিবাসী সবে লভি পূর্ণ জ্ঞান,
গাহিবারে যে নাম তোমার,
ভয়ে অবনত মুখে হ'য়ে কম্পবান,
যুক্ত করে নমে বারে বার ;

সে পবিত্র নাম, নাথ ! জড় রসনায়,
পাপ দেহে কাঁপিতে কাঁপিতে,
দাও শক্তি, শক্তিময় ! হইয়া সহায়,
দীন জনে পারে উচ্চারিতে !

আর দেব ! এই ভিক্ষা ক্ষণেকের তরে
দাও বুদ্ধি ধনীর হৃদয়,
করিবে তোমার দেব ! মন্দির নির্ম্মাণ,
কর দৃষ্টি মঙ্গল আলয় ।

———

বর্দ্ধমান মহারাজাধিরাজ কর্ত্তৃক
মন্দির পুনর্নির্ম্মাণ

অতঃপর দাতাবর বর্দ্ধমান চাঁদ
হইলেন ঢাকাতে উদয়,
পবিত্র মূরতি তাঁর দেবতা বাঞ্ছিত,
যোগভ্রষ্ট নির্ম্মল হৃদয়।

সর্ব্বগুণে অলঙ্কৃত সে পবিত্র তনু,
রাজ যোগী, বিদ্যার সাগর,
ধন্য মান্য গণ্য নাম জগতে যাঁহার,
ধামে উপনীত নরেশ্বর॥

হেরিয়া ভগ্ন মন্দির দুঃখিত অন্তর,
আদেশিয়া কর্ম্মচারিগণে,
"বাবার মন্দির ত্বরা করহ নির্ম্মাণ,
যত অর্থ লাগে লও গণে॥"

স্বকীর্ত্তি রাখিতে অতি সুমতি মহান;
মনোরম করি অতিশয়,
নব সাজে সাজাইলে শম্ভুর মন্দির,
হেরে ধাম নয়ন জুড়ায়।

বাঁধিলেন ঘাট পথ করি সুশোভন,
শান্তি দিলে ভক্তের হৃদয়,
এ হেন কৃতী না হলে কীর্ত্তি নাহি থাকে,
ভক্ত ভগবান অভিন্ন হৃদয়।

সর্ব্ব মানস সিদ্ধি

শিব সম দাতা নাই জানে ত্রিভুবনে
শিব গুরু কল্পতরু জগতে বাখানে॥
শিবের মহিমা কত কে পারে বর্ণিতে।
বেদাদি পুরাণ যাঁর সীমা নারে দিতে॥
ভক্তিভাবে যে তাঁহারে ডাকে সর্বক্ষণ।
সফল জনম তার সফল জীবন॥
অপুত্রক নরনারী কাতর অন্তরে।
আপন মরম দুঃখ জানায় শঙ্করে॥
প্রসন্ন হইয়া প্রভু দীন দমাময়।
পুত্র কন্যা দেন তারে হইয়া সদয়॥
অপুত্রক নর নারী আসিয়া সত্বর।
সন্তান কামনা করি পূজিলে শঙ্কর॥
মনোমত পুত্র লভে শিবের আশিষে।
জীবন কাটায় সেই মনের হরষে॥

ভক্ত বাঞ্ছা কল্পতরু প্রভু ত্রিলোচন।
কাতরে ডাকিলে হয় বাসনা পূরণ॥
শিবের ত্রিশূলখানি প্রার্থনা আগারে।
প্রথিত আছয়ে সেই দণ্ডের আকারে॥
তথায় শিশুর কেশ হয় যে মুণ্ডিত।
লোক মান্য সেই স্থান ভক্তের পূজিত॥
শিশু লয়ে কোলে করি হরষিত মনে।
শিবের করয়ে পূজা আসি ভক্তগণে॥
চরণ অমৃত পান আশীর্ব্বাদ লয়ে।
মনের আনন্দে সবে যায় নিজালয়ে॥
যে যাহা বাসনা করে লাভ হয় তার।
অপার করুণা সিন্ধু মহিমা অপার॥
শিবের মহিমা শুনি আসি লোক কত।
রোগাতুর দগ্ধপ্রাণ, শোকাকুল চিত॥
আসিয়া শিবের ধাম হত্যা দিয়া থাকে।
সর্ব্বক্লেশ মুক্ত হয়ে নাচয়ে পুলকে॥
কন্যাগণ শিবকাছে বর মাগি লয়।
মনোমত পতি পেয়ে আনন্দিত হয়॥
ছাত্রগণ মাগে পরীক্ষায় উত্তরণ।
শিবের আশিষে হয় অভীষ্ট পূরণ॥
শিব পাশে বর মাঙ্গে যত অন্ধজন।
দৃষ্টিহীনে দৃষ্টিশক্তি দেন ত্রিলোচন॥

শিবভক্ত সেই জন দরশন চায়।
প্রভু দরশনে তারা কৃতকৃত্য হয়॥
ভকতি বিশ্বাস ভরে যে যা আসি' চায়।
তাহারেই সেই বর দেন দয়াময়॥

———

যতোধর্ম্মস্ততোজয়ঃ

অতৃপ্তি,—অতৃপ্তি, কিসের অতৃপ্তি—
এত অসন্তোষ কি হেতু প্রাণে?
মরম ভিতরে, বিষাদ বেদনা,
বহিতেছি বৃথা,—কেন কে জানে

তব প্রেরণাতে, ভ্রমে জীবগণ,
বুঝিতে পারে না কি দুঃখ হায়।
তুমি দাও জীবে, সুমতি কুমতি,
নিয়োজিত কর্ম্মে সতত ধায়।

জুরি মোকর্দ্দমা, আপন মহিমা
প্রচারিতে ইচ্ছা হইল তব।
মাতিয়া সকলে, অতি বেগবলে,
তোমারই লীলা—এ ছল তব।

নাহি সাক্ষী কেহ, অর্থশূণ্য গেহ,
হয়ে ভক্তগণে হতাশ প্রাণ।
হইয়া সদয়, ওহে দয়াময়,
ভীষণ সংগ্রামে করেছ ত্রাণ।

তব ধাম জয়, করিতে আশয়
কতই ছলনা করেছে শিব।
মিথ্যা প্রবঞ্চনা, কতই লাঞ্ছনা,
সে বারতা আর কত কব।

ভক্তের যাতনা সহিতে পার না
তাই মোকর্দ্দমা করিয়া জয়।
দেখালে মানবে, সকলি সম্ভবে,
তুমি হে দেব! যাহার সহায়।

প্রার্থনা

প্রভো,—

কোথায় পাইব সে ভাব সম্পদ,
কোথায় পাব সে ভাষা?
যা দিয়ে রচিয়ে, বন্দনা তোমার,
গাহিব মিটায়ে আশা।

তোমার মহিমা, মানসে যখন
জেগে উঠে নব রঙ্গে ;
মনো ব্যাকুলতা, জানাতে তোমায়,
কতই বাসনা জাগে।

ধ্বনির সাগর, করিয়া মন্থন,
পাই না এমন সুর।
ঝঙ্কারে যাহার এ হৃদয় বীণা,
হয়ে উঠে ভর পুর।

রাগ রাগিনীর লইনি সম্বাদ,
নীরস জীবনে কভু।
কি মোহন তানে, তুষিব তোমায়,
আজ তাই ভাবি, প্রভো।

দূরে থাক যবে, মনের বেদনা,
তোমারে জানাতে চাই,
অর্থ অলঙ্কার, ছন্দ খুঁজে মরি,
কোথাও কিছু না পাই।

কাছে আস যবে, প্রকাশ করিয়া,
কব যে প্রাণের ব্যথা,
মুখ পানে চেয়ে, সব ভুলে যাই,
সরে না একটি কথা।

তোমার করুণ কমল চাহনি
পশিলে প্রাণের মাঝে,
না জানি কেমনে মরম ভিতরে
কিসের রাগিনী জাগে !

তব রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শে, গন্ধে,
রেখেছ পাগল করি ;
আমার যা কিছু তোমার সকল,
জীবন নিয়েছ হরি ।

বলি বলি করি, বলিতে পারি না,
বলিবার কিছু নাই,
নীরব উচ্ছ্বাসে, চরণ পরশি,
আপনা ভুলিয়া যাই ।

———

নাম সত্য

জয় শিব, জয় শিব, শিব, শিব, রাম, রাম ।
এ হৃদি অনন্তাকাশে দেখাইয়ে এই নাম ।
নাম না,—পীযুষ ধারা—এ নাম যে প্রাণারাম ।
অনন্ত ছাইল সন্তে প্রকাশিল নাম রূপে,
এ নাম রসের উৎস পরশে যাইগো ডুবে ।
জয় শিব, জয় শিব, শিব, শিব, রাম. রাম ।

হৃদয় গগনে মোর সুধা দিয়ে লেখা নাম।
চেয়ে চেয়ে দেখি আর, হাসি কাঁদি অবিরাম,
নাম না—সুধার ধারা—এ নাম যে প্রাণারাম।
জয় শিব, জয় শিব, শিব, শিব, রাম, রাম।
যে ভাবেই মনোভৃঙ্গ নাম রসে ডুবে যায়,
সুধাময় নাম তব নামী রসে হয় লয়।

প্রেমময় তুমি হর! তোমার করিয়া লও,
শান্তিময় তুমি দেব! মম হৃদে শান্তি দাও,
দয়াময় তুমি নাথ! বেদনা বুঝিয়া লও,
পবিত্র তোমার মূর্ত্তি, আমাতে আঁকিয়া দাও,
তোমার চরণে যেন চিত মোর হয় লীন,
প্রেমের বারতা যেন কর্ণে শুনি নিশিদিন।

মোহের কুয়াসা ঢাকা অন্ধ এ হিয়ার মাঝে,
আশার অতীতরূপে দাঁড়াবে মোহন সাজে,
পাপ মোহ দূরে যাবে শুভ্র স্বচ্ছ আলোকেতে,
লুটায়ে পড়িব আমি তোমারি শ্রীচরণেতে,
এ জগতে ভুল হবে আমার 'আমিত্ব' কবে,
সে দিন আসিবে কবে কে আমাকে বলে দেবে?

———

সত্যগুরুস্তুতি

গুরুদেব পরব্রহ্ম আনন্দ নিলয়।
পরম সুখদ মূর্ত্তি শুদ্ধ জ্ঞানময়॥
সুখ দুঃখ আদি যত দ্বন্দ্ব বিরহিত।
নিত্য, নিরঞ্জন, শুদ্ধ, প্রমাদ বর্জ্জিত॥
গগন সদৃশ স্বচ্ছ এক সুমহান।
তত্ত্বমসি আদি বাক্যে তিনি লক্ষ্যমান॥
অদ্বিতীয় সুনির্ম্মল সাক্ষীরূপে স্থিত।
ভাবের অতীত তিনি ত্রিগুণ রহিত॥
সৎস্বরূপ গুরুব্রহ্ম সর্ব অন্তর্য্যামী।
গললগ্ন কৃত বাসে তাঁরে নমি আমি॥

———

উপসংহার

নমস্কারোঽষ্টাঙ্গঃ সকল দুরতি ধ্বংসন পটুঃ,
কৃতং নিত্যং গীতং স্তুতিরপি উমাকান্ত
ত ইয়ম্। তব প্রীতৈ ভূযাদহমপিচ
দাসস্তব বিভো, কৃতং ছিদ্রং পূর্ণং কুরুকুরু
নমস্তেস্তু ভগবন্। শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো
মনো যদ্বাচো হ বাচং স উ প্রাণস্য প্রাণ
শ্চক্ষুষ শ্চক্ষু রতিমুচ্য ধীরাঃ
প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি
ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ

হরি ওঁ